জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ডিজিটাল ম্যাপ

পর্যটনে তথ্যভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের তরফে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ট্যুরিস্ট-ফেসিং মোবাইল অ্যাপ' তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

নিম্নচাপের রেশ

নিম্নচাপের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণে। রবিবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টি দক্ষিণে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ। উত্তরের জেলায় রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে

সম্পূর্ণ নথি নেই কেন, ক্ষুব্ধ কোর্টের ভর্ৎসনা সিবিআইকে

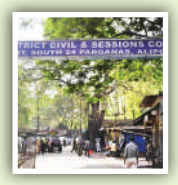

বিজেপি রাজ্যে আবার ধর্ষণ ফের ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশে

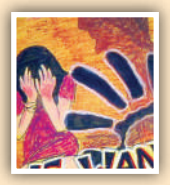

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬০ ● ২৩ জুলাই, ২০২৫ ● ৬ শ্রাবণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 60 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 23 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান

আবার নজিরবিহীন কর্মসূচি

বুথ প্রতি বরাদ্দ ১০ লক্ষ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। ফের নজিরবিহীন কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সকলকে চমকে দিয়ে রাজ্য সরকারের নয়া প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুয়ারে সরকারের মতো আরও একবার সরকার পৌঁছবে মানুষের দুয়ারে। তবে এবার আরও গভীরে। একেবারে বুথস্তরে। পাড়ায়। গ্রামের অন্দরে। তবে অন্য রূপে। অন্য আঙ্গিকে। মঙ্গলবার বিকেলে নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রকল্প ঘোষণার সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সারা দেশে এমন প্রকল্প এই প্রথম। আগামী ২ অগাস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। ৩টি করে বুথ নিয়ে একটা ক্যাম্প হবে। বাংলায় ৮০ হাজার বুথ আছে। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, এই প্রকল্পের জন্য ২ মাস বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার মোট ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের জন্য। মূলত পাড়ার ছোট ছোট সমস্যা মেটাবে এই প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ছোট ছোট কাজের জন্য আমাদের নতুন প্রকল্প— আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান। মানুষের প্রকল্প নিয়ে সরকার এবার পথে নামছে। এটা ছোট্ট প্রোগ্রাম। কিন্তু পরে বিস্তৃত হবে। সারা দেশে এধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। মানুষ নিজেদের বুথ, নিজেদের গ্রামের সমস্যার সমাধান পাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ক্যাম্পগুলিতে সারাদিন থাকবেন সরকারি অফিসাররা। (এরপর ১০ পাতায়)

কেন্দ্রের তুঘলকি ফতোয়ার চিঠি মঙ্গলবার নবান্নে তুলে ধরে দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

লোভ

লোভ সংবরণ করা
খুবই দুঃসাধ্য
জিহ্বা সংবরণ করলে
লোভ হয় জব্দ।।

ধনকড়ের স্বাস্থ্য তো ভালই : মুখ্যমন্ত্রী

■ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের স্বাস্থ্য তো ভালই! সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মঙ্গলবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার রাতে আচমকা ইস্তফা দেওয়া উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় সম্পর্কে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানতে চাওয়া হলে প্রথমে কোনও মন্তব্য করবেন না বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে হবে। ওনার স্বাস্থ্য তো ভালই।

নবান্নে ইউনিসেফের প্রতিনিধি সিন্থিয়া ম্যাককাফ্রির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

দীপকের বইয়ের উপর স্থগিতাদেশ

■ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে লেখা, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি' বইটির প্রকাশনা, বিক্রি বা তার কোনও অংশ প্রকাশ করা যাবে না। এনিয়ে স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিল বারাসত আদালত। জনৈক ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক পৌলমী পণ্ডিত ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকরী থাকবে বলে জানান।

বীরভূম থেকে জননেত্রীর ভাষা আন্দোলনের সূচনা

প্রতিবেদন : বিজেপির ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধিক্কার মিছিল দিয়ে ২৯ জুলাই বোলপুর থেকে ভাষা আন্দোলনের সূচনা করবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কড়া বার্তা, বিজেপির এই বিদ্বেষমূলক আচরণ বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবেন না। একুশের মঞ্চ থেকেই সোমবার ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন নেত্রী। জানিয়ে দিয়েছিলেন যেখানেই কর্মসূচি থাকবে সেখানেই হবে ভাষা আন্দোলনের মিছিল। ২৮ জুলাই বীরভূমের ইলমবাজারে একগুচ্ছ প্রশাসনিক অনুষ্ঠান রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। পরদিন ২৯ জুলাই ধিক্কার মিছিল দিয়ে শুরু হবে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভাষা-প্রতিবাদ। ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত ক্রমশ বাড়ছে। মহারাষ্ট্র দিয়ে শুরু। তারপর একের পর এক বিজেপি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা এবং এবার হরিয়ানা। অসম থেকে বারবার পাঠানো হচ্ছে বাংলার নাগরিকদের এনআরসির চিঠি। আসলে বাংলার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে এই চক্রান্তের পথ নিয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি, ডবল ইঞ্জিনগুলি নিজের চরকায় তেল দিক। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিচ্ছে। মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাচ্ছে। যদি মনে করে এভাবে দেশ চালাবে তাহলে ভুল করছে। দেশটা ভাগ হয়ে যাবে। কাঠামো নষ্ট হবে। বাংলার একটিও মানুষের উপর আঘাত আসতে দেবে রাজ্য সরকার।

ভুয়ো জব কার্ড : বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

প্রতিবেদন : ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের পরিসংখ্যানে বাংলাকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য বলছে, সর্বশেষ বছরে ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে বাংলায় মাত্র দুটো। উত্তরপ্রদেশে সংখ্যাটা ৩৪২১! তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে সংসদে গত তিন বছরের যে তালিকা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিয়েছেন তাতেই এই তথ্য। তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য অসমে সংখ্যাটা ৭৩৪১, ছত্তিশগড়ে ৬৮৮৮,

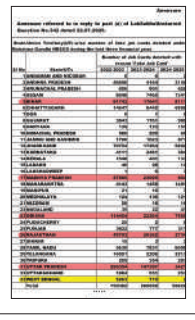

শীর্ষস্থানে যোগীরাজ্য

ওড়িশায় ৭৫৬৬। এই তো সব নমুনা! কিন্তু বরাদ্দ বন্ধ কেবল বাংলার! এই নিয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, এতে দুটো বিষয় প্রমাণিত। এক, বিজেপি রাজ্যগুলিতে দুর্নীতি অনেক বেশি। (এরপর ১০ পাতায়)

আবার অসমের ষড়যন্ত্রের চিঠি রাজ্যকে

প্রতিবেদন : বিজেপির প্ররোচনায় সমস্ত ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর আক্রমণ অব্যাহত। ভিনরাজ্যে কর্মরত বাঙালি শ্রমিকদের উপর বারবার হেনস্থার অভিযোগ উঠছে। তাতে নবতম সংযোজন বাংলাদেশি সন্দেহে ৫২ জন শ্রমিককে নিয়ে রাজ্যকে হরিয়ানা সরকারের চিঠি। যার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন এই 'ভাষা সন্ত্রাস' কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সারা দেশের বাংলাভাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আশ্বাস— ভয় পাবেন না। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আইনত যা যা করা দরকার করব। একই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবেও এই বাংলা-বিদ্বেষের মোকাবিলা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। ২৭ ও

হরিয়ানায় ৫২ জনকে আটকে নাটক

২৮ জুলাই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করতে বীরভূম যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও একই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে। একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 July, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৮ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮–১৯৭১) জন্ম আজকের দিনে বীরভূমের লাভপুরে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে ‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, ‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘দুই পুরুষ’, ‘কবি’ প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাস। সেইসঙ্গে ‘রসকলি’, ‘বেদিনী’, ‘ডাকহরকরা’ ইত্যাদি অসামান্য ছোটগল্প। পেয়েছেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি, জ্ঞানপীঠ-সহ নানা পুরস্কার। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের মতো উপাধি। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্যও ছিলেন তারাশঙ্কর।

১৯০৬ চন্দ্রশেখর আজাদের (১৯০৬-১৯৩১) জন্মদিন। মা চেয়েছিলেন ছেলে সংস্কৃত পণ্ডিত হোক। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে হয়ে ওঠেন বিপ্লবী। ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে গঠন করেন বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। এলাহাবাদের কোম্পানি বাগানে পুলিশের সঙ্গে গুলির যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আমৃত্যু ‘আজাদ’ থাকতে চেয়েছিলেন। তাই পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে শেষ বুলেট গেঁথে দেন নিজের বুকেই। এলাহাবাদের সেই কোম্পানি বাগান আজ তাঁর নামেই নামাঙ্কিত।

১৯১৪ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সরকারের চরমপত্রে কেঁপে ওঠে গোটা ইউরোপ। আর্চ-ডিউক ফ্রাঞ্জ ফারদিনান্দের হত্যাকাণ্ডের পর এদিন সন্ধে ৬টায় সার্বিয়ার উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি পত্র দেওয়া হয়। বলা হয়, যদি অস্ট্রিয়ার গোয়েন্দা আধিকারিকদের হাতে ফারদিনান্দের হত্যার তদন্তের ভার ছেড়ে দেওয়া না হয় এবং অবিলম্বে যদি সে দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা না-হয়, তবে সার্বিয়ায় সামরিক অভিযানে বাধ্য হবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনী। এই দাবি সার্বিয়াকে শাঁখের করাতের মুখে ফেলে দেয়। দাবি মেনে নেওয়া মানে সার্বভৌমত্ব খোয়ানো আর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধ।

১৯৮৬ যুবরাজ অ্যান্ড্রু ও সারা ফারগুসনের বিয়েতে এদিন মেতে ওঠে লন্ডন। বর-বধূ দু’জনেরই বয়স তখন ২৬। বিবিসি-র রিপোর্ট জানাচ্ছে প্রায় পাঁচ কোটি দর্শক সেদিন টিভির পর্দায় বিয়ের অনুষ্ঠানটি দেখেন। প্রায় এক লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল রাজকীয় বিয়ে চাক্ষুষ করার জন্য। বছর দশেকের মধ্যে অবশ্য এই বিয়ে ভাঙনের মুখে পড়ে।

১৮৫৬ বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬–১৯২০) জন্ম আজকের দিনে ব্রিটিশ ভারতের বোম্বে প্রদেশের রত্নগিরি জেলায়। আসল নাম কেশব গঙ্গাধর তিলক। মানুষ তাঁকে ‘লোকমান্য’ উপাধি দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই আদি পুরুষকে ‘আধুনিক ভারতের রূপকার’ বলে অভিহিত করেছেন মহাত্মা গান্ধী। মান্দালয়ের জেলে বসে লিখে ফেলেছেন গীতার কর্মযোগের ব্যাখ্যা। কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। নির্দ্বিধভাবে ঘোষণা করেছেন , “স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার আর আমি তা নিয়েই ছাড়ব”।

১৮০৩ রবার্ট এমেট ও তাঁর অনুগামীদের নেতৃত্বে আইরিশ বিদ্রোহ এদিন মুখ থুবড়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের ছোট্ট দলটি ডাবলিনের দুর্গ-প্রাসাদে হানা দিয়ে লর্ড কিলওয়াডেন, প্রধান বিচারপতি আর তাঁর ভাইপোকে হত্যা করার বাইরে বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। উলটে উইকলো পাহাড়ে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল রবার্টকে।

১৯৩৩ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের (১৮৮৫–১৯৩৩) প্রয়াণদিবস। পেশায় ব্যারিস্টার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের পর তিনি স্বরাজ পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি ছিলেন। কলকাতা পুরসভার মেয়র নির্বাচিত হন পাঁচবার। ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিংয়ে তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। ১৯৩১-এ দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে অংশ নেন। ফেরার পথে জাহাজেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। বন্দি করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে দার্জিলিং, তার পর জারবেদা জেলে, এর পর রাঁচিতে। বন্দিদশায় রাঁচির ‘নগেন্দ্র লজ’-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৮৯ ড্যানিয়েল রাডক্লিফের জন্মদিন। ২০০০ সালে এগারো বছর বয়সে এই ব্রিটিশ অভিনেতা হ্যারি পটারের ভূমিকায় অভিনয় করে আলোড়ন ফেলে দেন। এর আগে বিবিসির টিভি ফিল্ম ‘ডেভিড কপারফিল্ড’-এ অভিনয় করেন। হ্যারি পটার সিরিজে অভিনয় করার সূত্রে তাঁর আয় হয় প্রায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড, ভারতীয় টাকার অঙ্কে যা ৬৬৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর পর ‘দ্য উয়োম্যান ইন ব্ল্যাক’, ‘কিল ইয়োর ডার্লিংস’, ‘ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’-সহ বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি দানধ্যান করার জন্য ২০১১ সালে সম্মানিত হয়েছেন ‘হিরো অ্যাওয়ার্ডে’।

পাটির কর্মসূচি

শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপরূপ মাজি ও শহর তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরগামী পুণ্যার্থীদের জন্য ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প ও জলসত্রে উপস্থিত বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ-সহ পুর প্রতিনিধিরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫১

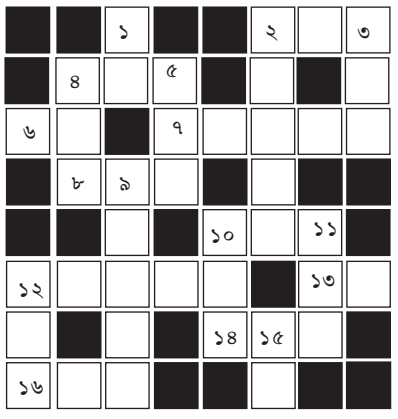

পাশাপাশি : ২. নির্দেশ ৪. সূর্য, রবি ৬. মাটির বড়ো হাঁড়ি ৭. গোলাকার ৮. গণন, সংখ্যা করা ১০. উচ্চ ধ্বনি ১২. জলের তরঙ্গ ১৩. বেলা, বার ১৪. ব্যঙ্গে প্রহার ১৬. মরুভূমি।

উপর-নিচ : ১. নির্ধারিত ২. শরীর, দেহ ৩. ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ ৪. অদৃশ্য ৫. পরিমাপ করা ৯. কমানো ১০. সহজেই কাবু হয় এমন ১১. বস্ত্র ১২. এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের— ১৫. ওড়িশা রাজ্যে প্রবাহিত এক নদী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫০ : পাশাপাশি : ১. কারখানা ৩. অংশী ৫. লঘু ৭. জয়ন্ত ৮. রওনা ১০. অনিশ ১২. মন্তব্য ১৪. দাস ১৭. ক্ষমতা ১৮. স্থানীশ্বর। **উপর-নিচ :** ১. কামিল ২. নারাজ ৩. অনন্তর ৪. শীর্ষ ৬. ঘুরনি ৯. ওয়াদা ১১. শময়িতা ১৩. ব্যবস্থা ১৫. সত্বর ১৬. পক্ষ।

২২ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৫১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.১৮	৮৬.০৫
ইউরো	১০২.৮৬	১০১.২২
পাউন্ড	১১৮.২২	১১৬.৫০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শিল্পা শেঠী

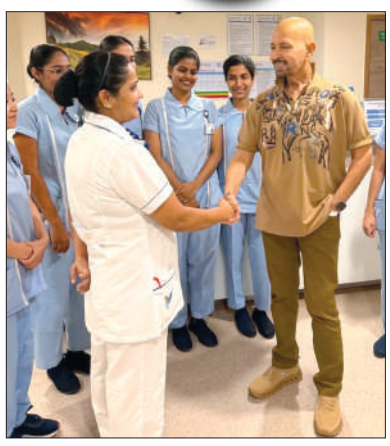

■ রাকেশ রোশন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মহিলার দেহ উদ্ধার। ধৃত স্বামী বিশ্বজিৎ মণ্ডল দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ খুন করেছে সে। অভিযোগ পেয়ে তাকে গ্রেফতার করল নিউটাউন ও ইকোপার্ক থানা

আমার শহর

23 July, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

নবান্নে ইউনিসেফ প্রতিনিধি ম্যাকক্যাফ্রি

বাংলার সামাজিক মডেলের ব্যাপ্তি তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইউনিসেফ প্রতিনিধি, মুখ্যসচিব ও আধিকারিকরা।

প্রতিবেদন : সমাজ উন্নয়নমুলক প্রকল্পে দেশে এখন মডেল বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্পে বাংলাই পথ প্রদর্শক। বিশ্বের দরবারেও তা সমাদৃত ইতিমধ্যে। কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী বিশ্বে সেরার সেরা তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার নবান্নে ইউনিসেফের প্রতিনিধির কাছে সেই সামাজিক মডেলই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার নবান্নে ইউনিসেফের ভারতীয় প্রতিনিধিত্বকারী সিন্থিয়া ম্যাকক্যাফ্রি সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মঙ্গলবার এই সাক্ষাৎপর্বে মুখ্যমন্ত্রী ও ইউনিসেফ প্রতিনিধির মধ্যে রাজ্যের শিশু কল্যাণ, পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে ইউনিসেফের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে চলবে রাজ্য। সৌজন্য সাক্ষাতের শেষে মুখ্যমন্ত্রী সিন্থিয়া ম্যাকক্যাফ্রিকে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলার সরকার ও ইউনিসেফের মধ্যে সুদৃঢ় পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন প্রকল্প এর আগে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে বিশ্বে সেরার সেরার তকমা ছিনিয়ে নিয়েছিল বাংলা। তারপর 'সেন্ট গ্যালেন'-এর মঞ্চে স্বীকৃতি পেয়েছিল বাংলার 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্পের দারুণ প্রশংসাপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য ব্রেস্ট' নামের আন্তর্জাতিক জার্নালেও। বিশ্বের অন্যতম সেরা চিকিৎসকদের সম্মেলন 'সেন্ট গ্যালেন ব্রেস্ট ক্যানসার কনফারেন্স ২০২৫'-এ ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় সাধারণ মানুষের খরচ কমাতে বাংলার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সফলতাকে বর্ণনা করেছিলেন চিকিৎসক-প্রতিনিধিরা। এছাড়াও সবুজসাথী, উৎকর্ষ বাংলা সমাদৃত হয়েছিল বিশ্বের দরবারে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো অনেক প্রকল্প দেশে এখন মডেল। একাধিক রাজ্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে।

দৈনিক 'জাগো বাংলা'র পাঁচে পা

দৈনিক 'জাগোবাংলা'র চতুর্থ বর্ষপূর্তিতে সেলিব্রেশনে কর্মীরা। মঙ্গলবার 'জাগোবাংলা'র দফতরে।

প্রতিবেদন : 'জাগোবাংলা' দৈনিক সংস্করণ চার বছর পূর্ণ করে পাঁচে পা দিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ২০০৩-০৪ সালে সাপ্তাহিক 'জাগোবাংলা' শুরু করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই, নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি থাকত কাগজে। সঙ্গে নেত্রীর বার্তা, নির্দেশ। অনেক কষ্ট করে দীর্ঘদিন এই সাপ্তাহিক জাগোবাংলা চালিয়েছেন নেত্রী। নিজে লিখতেন, সব নজর রাখতেন। প্রচার সামলাতেন তাঁর সচিব অধুনা প্রয়াত মানিক মজুমদার। সারা বাংলার তৃণমূল কর্মীদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে 'জাগোবাংলা'। এরপর ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সাপ্তাহিক সংস্করণ রূপান্তরিত হয় দৈনিক প্রভাতী সংস্করণে। কলকাতায় মুদ্রিত, সারা বাংলা ও বিশ্বে ই-পেপার এবং পিডিএফ। বিভিন্ন হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে আজ 'জাগোবাংলা' ছড়িয়ে পড়ছে রোজ লক্ষ-কোটি পাঠকের কাছে। এখন তার সঙ্গে আছে রোজ 'সান্ধ্য জাগোবাংলা'ও। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের কভারেজে ব্যস্ত থাকায় ২২ জুলাই দফতরে দৈনিকের জন্মদিন উদযাপন করেন 'জাগোবাংলা' কর্মীরা। নেত্রীর নির্দেশে আজও কাগজ কোনও বিজ্ঞাপন নেয় না। মা মাটি মানুষের স্বার্থে জননেত্রীর নেতৃত্বে লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে 'জাগোবাংলা'।

আরও মামলা

প্রতিবেদন : কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রর বিরুদ্ধে আরও দুটি পুরনো মামলায় 'শোন অ্যারেস্ট' দেখাল পুলিশ। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যথাক্রমে একটি মারধর এবং একটি শ্লীলতাহানির মামলায় নতুন করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেই জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। মঙ্গলবার মনোজিতের জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আলিপুর আদালতে তোলা হয়। সেখানেই পুলিশ জানায়, আগের দুই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। যদিও উভয় মামলাতেই আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন মনোজিৎ। আদালতের তরফে প্রশ্ন ওঠে, কেন এই দুই মামলায় আগে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই প্রশ্নের জবাবে পুলিশ জানায়, চার্জশিট দ্রুত জমা দিয়ে কাস্টডিয়াল ট্রায়ালের পথে এগোবে তারা। তবে এদিন মনোজিতের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেননি বলে জানা গিয়েছে।

জল জীবন মিশনের বরাদ্দও বন্ধ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ সড়ক-এর পর এবার জল জীবন মিশনের টাকা বন্ধ করল কেন্দ্র সরকার। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, বঞ্চনার তালিকায় আরও একটি প্রকল্প যুক্ত হল।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। মঙ্গলবার।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জল জীবন মিশনের আওতায় রাজ্য ইতিমধ্যেই এক লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাওয়ার দাবি জানালেও তা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। তাঁর কথায়, "জমি দিয়েছি, পাইপলাইন বসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় এখনও অনেক এলাকায় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ আটকে আছে।" তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৯৮ লক্ষ বাড়িতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও দাবি, আমরা ৯৪টি সামাজিক প্রকল্প চালাই। এখনও পর্যন্ত ৭৫ লক্ষ মানুষকে জব কার্ড দিয়েছি। মানুষ যাতে পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। রাজ্যের মানুষকে কেন্দ্রের বঞ্চনার মুখে ফেলে দিতে পারব না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, কেন্দ্র চাইলেও রাজ্যের মানুষকে হাসি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কোনও অবস্থাতেই সাধারণ মানুষের পাশ থেকে সরে আসবে না প্রশাসন।

বুথভিত্তিক ১০ লক্ষ টাকার কাজ, বরাদ্দ ৮০০০ কোটি

প্রতিবেদন : মানষের দুয়ারে ফের উন্নয়নকে পৌঁছে দিতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নতুন কর্মসূচিতে বুথভিত্তিক ১০ লক্ষ টাকার কাজ হবে। এক্কেবারে বুথস্তরে পাড়ায় পাড়ায় সমস্যার সমাধান করে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেওয়াই মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য। তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত এই কর্মসূচি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩টি করে বুথ নিয়ে একটা ক্যাম্প হবে। সেখানে সমস্যার সমাধানে থাকবে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্স।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় মোট ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। রাজ্য সরকার মোট ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে নতুন এই কর্মসূচিতে। অর্থাৎ প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ হচ্ছে। এই টাকায় মূলত পাড়ার ছোট ছোট কাজ হবে। সারা দেশে এ-ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। মানুষ নিজেদের বুথ, নিজেদের গ্রামের সমস্যার সমাধান পাবে এখানে। আগামী ২ অগাস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচি শুরু হবে। পাড়ার সমাধানে বরাদ্দ দু'মাস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নজিরবিহীন প্রকল্প

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান। বাংলায় নতুন প্রকল্প। ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নজিরবিহীন পদক্ষেপ। দুয়ারে সরকারের মতো আর এক নয়া প্রকল্প। এমন এক প্রকল্প যা পৌঁছে যাবে মানুষের দুয়ারে। সমস্যা মেটাতে মানুষ আসবে না সরকারের কাছে। সরকার যাবে মানুষের দুয়ারে। বুথস্তর থেকে শুরু হবে। যাবে গ্রামের অন্দরে, শহরের পাড়ায়-পাড়ায়, বুথে-বুথে। অন্য রূপ, অন্য আঙ্গিক। বাংলায় জনসেবার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশের মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এরকম প্রকল্প কোনও রাজ্য সরকারের ভাবনাতেও আসেনি। তৃণমূল স্তরে তা লাগু করা তো দূরের কথা। ২ অগাস্ট থেকে কর্মসূচি শুরু। তিনটি করে বুথ নিয়ে ক্যাম্প হবে। বাংলায় ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। দু'মাসের মধ্যে প্রত্যেক বুথে পৌঁছতে হবে। রাজ্য সরকার ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এই প্রকল্পে। মূলত পাড়ার ছোট ছোট সমস্যা, ছোট ছোট কাজ যাতে ছোট ছোট অর্থের কারণে আটকে না থাকে তার জন্যই এই উদ্যোগ। ক্যাম্পগুলিতে সারাদিন থাকবেন সরকারি অফিসাররা। বুথে এসে মানুষ তাঁর সমস্যার কথা জানাবেন। অফিসাররা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে জানাবেন কতটুকু কাজ করা যাবে। স্বচ্ছতা বজায় রেখে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কাজ হবে। এজন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স হবে। দুয়ারে সরকারও একইসঙ্গে চলবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নয়া প্রকল্প যে বাংলার তৃণমূল স্তর অর্থাৎ গ্রাম ও শহরের এলাকায়-পাড়ায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে তা হলফ করে বলা যায়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি নিশ্চিতভাবে দেশের মধ্যে নয়া দিশা দেখাতে চলেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো এই মডেলকে অন্য রাজ্য অনুকরণ করবে, নিশ্চিত করে বলা যায়।

e-mail থেকে চিঠি

প্রান্তিক মানুষের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্ত

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, সততা এবং নিরপেক্ষতা (ইন্ডিপেন্ডেন্স, ইন্টিগ্রিটি ও ইমপারশিয়ালিটি বা তিনটি 'আই') সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। ১৯৬৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মে সরকারগুলি কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেনি। এবং, এই সংক্রান্ত হস্তক্ষেপের কোনও অভিযোগও সেভাবে ওঠেনি। এই পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ছিল না। অভিযোগ যেটা ছিল সেটা বরং নির্বাচন কমিশনের অযোগ্যতা নিয়ে। ২০১৪ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং সংস্থাটির সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে মারাত্মকভাবে। অভিযোগগুলি ছিল : (১) ভোটার তালিকায় অস্বাভাবিকভাবে বিপুল সংখ্যক নতুন— এবং সম্ভবত ভুতুড়ে — নাম যোগ করা হয়েছিল এবং (২) ভোটগ্রহণের সময় শেষ হওয়ার অনেক পরেও বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হয়, ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে ছিল অস্বাভাবিক। নির্বাচন কমিশন উভয় অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু এর নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। বিহারে ভোটের মাত্র চারমাস আগে, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার একটি স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ শুরু করেছে। এটি অস্বাভাবিক এবং এই কাণ্ড আগে কখনও হয়নি। এই বাদ দেওয়া বা নাম ঢোকানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ভোটারের উপর : বর্তমান ভোটার তালিকায় তাঁর নাম আছে। ২০২০ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভোট দিয়েছেন। তাঁর ভোটাধিকার ছিল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি ভোটও দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এমন একজন ভোটারকেও তাঁর 'নাগরিকত্ব'র প্রমাণ দিতে হবে। তার জন্য আবেদনের সঙ্গে তাঁকে পেশ করতে হবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র। এই সবকিছু ২৫ জুন থেকে ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে সাঙ্গ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তালিকাভুক্তি নিশ্চিত করাটা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং ভোটার তালিকায় নাম তোলা এবং ভোটদানের পথে অপ্রতিরোধ্য বাধা সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য।

— তপন মল্লিক, টালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পর্যটনেও পশ্চিমবঙ্গ আজ স্বাবলম্বী

মোদিজি বাংলায় এসে এখানকার পর্যটন শিল্পে উন্নতির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলে গেলেন। কিন্তু কেউ বুঝি ওঁকে বলে দেননি, বাংলার পর্যটনে ইতিমধ্যে বিপ্লব এনে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে। সেই কথাটাই আজ তুলে ধরলেন **জিয়ান কর্মকার**

ভারতবর্ষ তার অপার সৌন্দর্যের প্রতীক। আর সেই সৌন্দর্যের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত। সেই উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি অংশ হল উত্তরবঙ্গ। যেখানে হিমালয় ও কাঞ্চনজঙ্ঘা একসাথে অবস্থান করে। সারাবছর অগণিত পর্যটকদের আনাগোনা থাকে এই শ্বেতশুভ্র, জঙ্গল ও পাহাড়ি ঝর্নার স্বর্গে। শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও এই মায়াবী স্বর্গের বাইরে নয় এবং পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় অন্যতম। তবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে হোক বা কাশ্মীর, স্থানীয় সৌন্দর্যের বিনিময়ে কোনও অঞ্চল যে এতটা উন্নত হতে পারে তা পর্যটন কেন্দ্রগুলো দর্শন না করলে বোঝা যাবে না। সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটন যে কোনও রাজ্যের অর্থনীতিতে অক্সিজেনের জোগান দেয়। ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যেই এত শৈল্পিক অনুকরণ আছে বা বলা ভাল এত স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে যে পর্যটকুল সেই আকর্ষনে বারংবার ভারতে ছুটে আসে। তবে ভারতবর্ষের পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীর এক আলাদাই মাত্রা রাখে, কারণ এই দুটি স্থানে স্থাপত্য বাদ দিলেও প্রকৃতির এত মনোমুগ্ধকর বৈচিত্রে সমৃদ্ধ যে সারা বছর পর্যটকগণ ছুটে আসে প্রকৃতির ছোঁয়া পেতে। তবে প্রকৃতির সাজানো কোনও কিছু আরও সমৃদ্ধ করার জন্য স্থানীয় সরকারকে অনেকটাই পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে হয়। তার জন্য রাজ্যের পর্যটন বিভাগ-এর ভূমিকা থাকে অপরিসীম।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিভাগ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে দক্ষতার সাথে নানান নীতি প্রণয়ন করে যাচ্ছে বিগত এক দশক ধরে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে পর্যটনের ঢালাও সৌন্দর্যের অবস্থান সেখানকার অর্থনীতি অনেকটাই পর্যটন নির্ভর। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যটন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, দারিদ্র্য দূর করে এবং টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয়দের দক্ষতা ও জীবিকা অর্জনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। পর্যটনের একটি প্রধান দিক হল স্থানীয়ভাবে থাকার সুযোগ-সুবিধা। ওয়েস্ট বেঙ্গল হোমস্টে ট্যুরিজম পলিসি ২০১৭ (সংশোধিত ২০১৯ এবং ২০২২)-এর মাধ্যমে হোমস্টেগুলো পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বর্তমানে পর্যটন, বন এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা মোট ৫৩২২টি হোমস্টে নিবন্ধিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৪১,৩২০ জনের (প্রত্যক্ষ ২৫,৮২৫ জন এবং পরোক্ষ ১৫,৪৯৫ জন) কর্মসংস্থান হয়েছে। হোমস্টে পর্যটনের ক্ষেত্রে CAGR (Compound Annual Growth Rate) বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশের মতো, যা দেশের মধ্যে অন্যতম। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস, রেস্টুরেন্টগুলোর দেখভাল এবং পরিচালনার জন্য পর্যটন দফতরের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড সর্বদা প্রচেষ্ট চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্র তৈরিতে সচেষ্ট থাকে। ঠিক এমন ভাবেই ২০২৪-এও কিছু নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে যেমন পুরুলিয়ার মুরগুমা পর্যটন কেন্দ্র, বাঁকুড়ার বারোঘুটু, রামপুরহাটের তারাবিতান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স ইত্যাদি। একটা বিষয় এখানে না বললেই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার দাবি করে এসেছে যে কাশ্মীর এখন শান্ত, কিন্তু কাশ্মীর যে কাশ্মীরেই আছে তা পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল। কাশ্মীরের অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে পর্যটন ব্যবসা। সেই পর্যটনের উপর যে আঘাত নেমে এসেছে তার দায় কার?

ভরা মরশুমেও আজ কাশ্মীর পর্যটক শূন্য। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহও এখন চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে কাশ্মীরের পর্যটন ব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে। কারণ জম্মু-কাশ্মীরের গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষের রুটি

রোজগারের একমাত্র পথ এই পর্যটন। তাই জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও এসেছেন এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য। বাংলার মানুষের একটা বড় অংশ কিন্তু প্রতিবছর জম্মু-কাশ্মীরে বেড়াতে যান, সেটা যাতে বন্ধ না হয় সেই বিষয়েও তিনি সচেষ্ট। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অধীনে ২০১৪-১৫ সালে 'প্রসাদ প্রকল্প' চালু হয়। এই প্রসাদ প্রকল্পের অর্থ হল 'তীর্থ যাত্রা পুনর্জাগরণ এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি অভিযান'। এর উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষ জুড়ে যে ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে তার সমৃদ্ধকরণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কি এমন কোনও ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র নেই যে এই প্রসাদের আওতায় আসতে পারে?

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সাল থেকে ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত প্রসাদ প্রকল্পে মোট ১৬৪৬.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যে ১০৩৬.৯৬ কোটি টাকা খরচও হয়েছে এই প্রসাদ প্রকল্পের আওতায়। তবে মজার বিষয় হল ভারত সরকারের যে দুটি রাজ্য পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র বললেই চলে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীর এই দুই রাজ্যে মাত্র একটি করে জায়গায় প্রসাদ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে হযরতবল মাজারের উন্নয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গে বেলুড় মঠের উন্নয়ন। পশ্চিমবঙ্গে এত সতীপীঠ এবং ধর্মীয় স্থান থাকা সত্ত্বেও এই প্রকল্পে বরাদ্দ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সতীপীঠ যেমন কালীঘাট (কলকাতা), কঙ্কালীতলা (বীরভূম), নলহাটি (বীরভূম), বক্রেশ্বর (বীরভূম), তারাপীঠ (বীরভূম), এছাড়াও আরও কত। প্রত্যেকটি দর্শনীয় স্থান আজ সুসজ্জিত। এমনকী কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের স্কাইওয়াক এবং নতুন যোগ হয়েছে জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াক, আজ যা পর্যটন মানচিত্রে আলাদাভাবেই সমাদৃত। যেখানে গুজরাতের চারটি, উত্তরপ্রদেশে ছটি, উত্তরাখণ্ডের তিনটি ধর্মীয় স্থানে এই প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দ পেয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ঝুলি সেই শূন্যই। পশ্চিমবঙ্গ নামটা কিন্তু বিশ্ববাসীর মননে গেঁথে গেছে, বিশেষ করে সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের মেলবন্ধনে যে এত সমৃদ্ধ হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, তাই হয়ত রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব ট্যুরিজম বিভাগ অনুমোদিত প্যাসিফিক এরিয়া রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্যের সম্মান দিয়েছে। এতকিছু সত্ত্বেও কেন্দ্রের পর্যটন বিভাগের বরাদ্দে পশ্চিমবঙ্গের কোনও নাম নেই। বর্তমানে আরও কিছু নতুন প্রকল্প প্রসাদ স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কোনও প্রকল্প নেই। এত বঞ্চনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু পিছিয়ে যায়নি বরং সঠিক পরিকল্পনা ও নিজস্ব তহবিলের উপর ভর করে পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু আজ স্বাবলম্বী এবং পর্যটন শিল্পে বলতে গেলে বিপ্লব এনেছে। এখন তাবড়-তাবড় শিল্পপতিদের চোখ কিন্তু বাংলার এই পর্যটন শিল্পে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কর্মরত অবস্থায় মেশিনে পিষে শ্রমিকের মৃত্যু। হালিশহরের হুকুম চাঁদ জুটমিলের ঘটনা। মৃতের নাম মহম্মদ রুস্তম আলি (৫০)। কল্যাণী ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়

পর্যটনে ডিজিটাল রূপান্তরের পথে রাজ্য, আসছে স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ

প্রতিবেদন : পর্যটনে তথ্যভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের তরফে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ট্যুরিস্ট-ফেসিং মোবাইল অ্যাপ' তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য জুড়ে ভ্রমণ আরও সুলভ, সুশৃঙ্খল এবং পর্যটক-বান্ধব করতে আধুনিক প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই এই উদ্যোগ।

দফতর সূত্রের খবর, নতুন অ্যাপটি হবে কার্যত একটি ডিজিটাল সহযাত্রী। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য রাজ্যের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও স্বচ্ছ, বোধগম্য এবং রিয়েল টাইম আপডেট-সমৃদ্ধ করে তুলতে এই অ্যাপ কাজ করবে এক ছাতার নিচে। থাকবে গন্তব্য-ভিত্তিক তথ্য, যাত্রাপথ পরিকল্পনা, জরুরি সহায়তা, এমনকি উৎসবকালীন বিশেষ ফিচারও।

পর্যটনের নতুন এই ডিজিটাল পরিকাঠামোর মূল লক্ষ্য— এক ক্লিকে ভ্রমণ পরিকল্পনা সহজ করা। জিপিএস-নির্ভর লোকেশন সার্ভিস, ইন্টার‍্যাক্টিভ মানচিত্র, আকর্ষণীয় স্থান, হোটেল, খাবারের

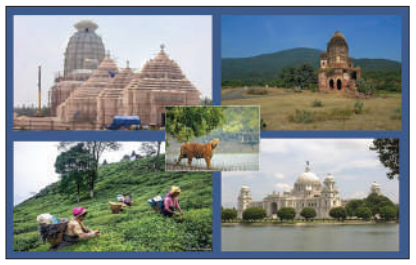

দোকান এবং গাড়ি পরিষেবা— সবকিছুর তালিকা ও রিয়েল টাইম তথ্য থাকবে অ্যাপে।

রাজ্যের পর্যটন কর্তাদের বক্তব্য, দুর্গাপুজোর মতো বৃহৎ উৎসবের কথা মাথায় রেখেই উৎসব-ভিত্তিক বিশেষ মডিউল তৈরি হচ্ছে। পুজোর সময় পর্যটকরা কোথায় কোন প্যান্ডেল, কখন কী অনুষ্ঠান, কোথায় বেশি ভিড়, কোন রুট ফাঁকা— সবকিছু জানার সুযোগ মিলবে এই অ্যাপেই। ট্র্যাফিক অ্যাডভাইসরি এবং ভিড়ের লাইভ আপডেটও মিলবে। তিনটি ভাষায়— বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দিতে মিলবে পরিষেবা। অফলাইনেও থাকবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সেই সঙ্গে অন্যান্য অ্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত করে বুকিং-এর সুবিধা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাসও থাকবে।

পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে থাকছে 'এসওএস' ফিচার ও চব্বিশ ঘণ্টার চ্যাটবট। অনলাইনে যেকোনও জরুরি সমস্যার সমাধান মিলবে অ্যাপের মাধ্যমেই।

পুরো প্রকল্পের জন্য একটি এজেন্সিকে নিয়োগ করা হবে, যারা ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও ১৮ মাস ধরে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে। চুক্তি সইয়ের ছ'মাসের মধ্যেই অ্যাপটি চালু করার লক্ষ্য স্থির করেছে দপ্তর। ক্লাউডে হোস্ট করা হবে অ্যাপটি, এবং একটি নিরপেক্ষ সংস্থা তার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবে।

সরকারি সূত্রের মতে, একুশ শতকের পর্যটনের বাস্তবতা মেনেই তৈরি হচ্ছে এই পরিকল্পনা। লক্ষ্য, রাজ্য পর্যটনের মান আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়া।

মিথ্যে বলছেন কেন? কোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই

আরজি করে আর্থিক অনিয়ম মামলা

প্রতিবেদন : আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হল বিচারপ্রক্রিয়া। শুরুতেই আদালতের চরম ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই। এদিন, আলিপুরের সিবিআই বিশেষ আদালতে মূল অভিযোগপত্র সঙ্গে না আনায় বিচারকের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। জানা গিয়েছে, এই মামলার প্রথম সাক্ষী দেবল ঘোষ যখন আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করেন তখনই, বিচারক সিবিআই-কে আসল অভিযোগপত্র পেশ করতে বলেন। তবে, সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেবল ঘোষ যে অভিযোগপত্র টালা থানায় জমা দিয়েছিলেন, তা এই মুহূর্তে তাঁদের কাছে নেই। সিবিআইয়ের এই বক্তব্যেই ক্ষুব্ধ হন বিচারক। তিনি সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, "সম্পূর্ণ নথি ছাড়া আদালতে এলেন কেন?" এরপর তদন্তকারী অফিসার জানান, রেকর্ড অন্য কোনও কোর্টে থাকতে পারে, তাই সময় চাওয়া হয় তাঁদের তরফে। তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বিচারকের প্রশ্ন, "মিথ্যে বলছেন কেন?" বিচারকের মন্তব্য, কাস্টডিয়াল ট্রায়াল শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই এই ধরনের গাফিলতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিচারক আরও বলেন, তদন্তকারী অফিসাররা যদি আবার এমন গাফিলতি করেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে, আসল অভিযোগপত্র ছাড়া বিচারপ্রক্রিয়া কীভাবে শুরু হল, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরাও। গোটা ঘটনায় সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। বিচারক তদন্তকারী অফিসারকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আর না ঘটে। প্রসঙ্গত, ১৪ জুলাই এই মামলায় চার্জ গঠন হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ আরও চারজন।

তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ আবার বাড়বে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : নিম্নচাপের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণে। রবিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরের জেলায় শুক্রবার থেকে রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আজ উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। বৃহস্পতিবার নিম্নচাপ তৈরি হবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে আজ থেকেই। বাড়বে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ। বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। অতি-ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান হুগলি হাওড়া এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। আজ ও আগামীকাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে সব জেলাতেই। তবে বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি দুটোই বাড়বে।

ঘুরপথে রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর দখলের চক্রান্ত শুরু বিজেপির

প্রতিবেদন : আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ঘুর পথে রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর দখলের চক্রান্ত শুরু বিজেপির। নির্বাচন কমিশনের হাতিয়ার করে বাংলার ভোটে কারচুপি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে স্বতন্ত্র করার জন্য রাজ্যকে ফতোয়া পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলতে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। কমিশনের পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বর্তমানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে রয়েছেন। ফলে দফতরটি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। এতে সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হতে পারে বলে মনে করছে কমিশন। তাই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনে আলাদা দফতর গঠনের ফতোয়া পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, স্বতন্ত্র বাজেট হেড গঠন ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অথবা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সমান ক্ষমতা প্রদানের কথাও বলা হয়েছে।

স্ত্রীয়ের উপর অ্যাসিড হামলা ১৪ বছরের কারাদণ্ড স্বামীর

প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালি থানার দুর্গাপুর পশ্চিমপাড়ায় স্ত্রীর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনায় শেখ আব্বাস ওরফে কালোকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আলিপুর ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। পাশাপাশি এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জরিমানার টাকা না দিতে পারলে আরও ছ'মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ২০২৪ সালের ২৪ জুনের এই ঘটনায় নির্যাতিতা স্ত্রীর মুখ ও চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চিরতরে দৃষ্টিশক্তিও হারান তিনি। ঘটনার তিনদিন পর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে আগস্টে চার্জশিট এবং পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে। এই মামলায় সাক্ষ্য, মেডিক্যাল রিপোর্টের ভিত্তিতে সোমবার শেখ আব্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। পুলিশের তৎপরতা ও আদালতের দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ায় স্বস্তিতে নির্যাতিতার পরিবার।

আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে ৩ বছর পর বেতন বাড়ছে টোলপ্লাজার কর্মীদের

সংবাদদাতা, হাওড়া : আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে নিবেদিতা সেতুর টোলপ্লাজার প্রায় ২২০ জন কর্মীর বেতন বাড়ছে। প্রায় তিন বছর ধরে এখানকার বেতন বৃদ্ধি হয়নি। তাঁদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হয় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। মঙ্গলবার হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাসের তত্ত্বাবধানে ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানেই শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়াসহ দাবিগুচ্ছ মেনে নেয় কর্তৃপক্ষ। তারপরই এই বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইএনটিটিইউসির হাওড়ার সদরের সভাপতি অরবিন্দ দাস জানান, ১৫ দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বিষয়ে এদিন চুক্তি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরা শ্রম দফতরের আধিকারিকরা সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে এখানকার কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি কার্যকর হতে চলায় বেজায় খুশি তাঁরা।

■ ডেপুটি লেবার কমিশনারের দফতরে নিবেদিতা সেতুর টোলপ্লাজার কর্মীদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার।

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা

প্রতিবেদন : পাটনার হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে গ্যাংস্টার চন্দন মিশ্রকে গুলি করে খুনে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা পর্যাপ্ত নথি না দিয়েই পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরের গেস্ট হাউসে গা ঢাকা দিয়েছিল। গত ১৮ জুলাই ঘরভাড়া দিলেও আনন্দপুরের ওই গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষ নথি যাচাই না করেই থাকতে দেয় তাদের। সেই অপরাধে গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করল আনন্দপুর থানা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১

সংবদদাতা, বসিরহাট : দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ১। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত কুলটি এলাকায় ঘটনা। পথ দুর্ঘটনায় মৃতের নাম প্রকাশ মণ্ডল। ভাঙড় থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর এলাকার ওই যুবক বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক চালিয়ে আত্মীয়র বাড়িতে যাচ্ছিল। কুলটি এলাকায় একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মোটরবাইক থেকে ছিটকে রাস্তার উপরে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রকাশ মণ্ডল নামে ওই যুবকের। ওই যুবকের সঙ্গে থাকা স্নেহাশিস চক্রবর্তী নামে আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়। তাকে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মামলা হাইকোর্টে

প্রতিবেদন : আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে উধাও তিনশোরও বেশি প্রাণী! কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের বার্ষিক রিপোর্টে উঠে এসেছে সেই তথ্য। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের দাবি, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের শেষে চিড়িয়াখানায় ৬৭২টি প্রাণী ছিল, কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শুরুতেই সেই সংখ্যা নেমে আসে ৩৫১-এ। চিড়িয়াখানার অধিকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এটি শুধুই গণনার গলদ।

রাজ্য
23 July, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খেলতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু হল দুই ভাই-বোনের। পেট্রাপোলের নাওভাঙা নদীতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ভাই-বোনের বয়স যথাক্রমে ৫ ও ৪ বছর

একুশের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ
চব্বিশ ঘণ্টায় রেকর্ড ভিউ

প্রতিবেদন : সভায়-আসা লক্ষাধিক কর্মী-সমর্থক কিংবা বাড়িতে বসে টিভির পর্দায় চোখ-রাখা সমর্থকদের কথা ছেড়ে দিন। শুধুমাত্র ফেসবুক লাইভেই ভোট-ভিখারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর 'অওকাত' বুঝিয়ে দিল বাংলার মানুষ! ফেসবুক লাইভে ভিউজের নিরিখে দুর্গাপুরে মোদির সভাকে বলে বলে দশ গোল দিল ধর্মতলার একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে, তাঁর বার্তা শুনতে যেমন সারা রাজ্য থেকে লক্ষ-লক্ষ লোক কলকাতায় এসেছেন, তেমনই মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে ভিউজের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৮০ লক্ষেরও বেশি। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর দুর্গাপুরের সভার লাইভ ভিডিও দেখেছেন মাত্র ২৮ লক্ষের কিছু বেশি! নির্বাচনের আগে পরিযায়ী পাখির মতো ভোট-ভিক্ষা চাইতে আসা প্রধানমন্ত্রীর হিন্দি ভাষণ যে বাংলার মানুষ কোনওভাবেই মেনে নেয়নি, এই সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেই তা কার্যত জলের মতো পরিষ্কার।

ফেসবুকে সেই ভিউজের হিসেব দিয়ে বঙ্গ-বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি লিখছেন, প্রায় ৪ দিনে দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির জনসভার লাইভ ভিডিওতে রাজ্য বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীর পেজ থেকে ভিউজ হয়েছে মোট সাড়ে ২৮ লাখ। আর তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের লাইভ স্ট্রিমিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও দলনেত্রীর ফেসবুক পেজে ভিউজের সংখ্যা ৮৪ লক্ষ। এছাড়াও তৃণমূলের অন্যান্য পেজের ভিডিও দেখলে সেই সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যাবে! ভিউজ নিয়ে দেবাংশুর তুলনামূলক ব্যাখ্যা, রাজ্য বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদির ফেসবুক পেজ মিলিয়ে চার দিনে ২৮ লক্ষ ভিউ মানে ৯৬ ঘন্টায় ২৮ লাখ। অর্থাৎ মিনিটে ৪৮৬টি ভিউ। আর তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট ভিউ ২৩ ঘণ্টায় ৭৭ লাখ। অর্থাৎ মিনিটে ভিউ প্রায় ৫৫৮০টি।

প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক ফলোয়ার ৫০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫ কোটি প্রায়। তাঁর হিন্দি বক্তৃতার লাইভ ভিডিও সাধারণভাবে গোটা দেশ থেকে ভিউ হওয়ার কথা। তার মধ্যে মাত্র বাইশ লক্ষ মানুষ লাইভ ভিডিওটি দেখেছেন। অর্থাৎ মোট ফলোয়ারের মাত্র ৪.৪% মানুষ! অন্যদিকে, তৃণমূলনেত্রীর ফেসবুক ফলোয়ার ৫৩ লক্ষ। তার মধ্যে ২৩ ঘণ্টায় ভিউ ৩৭ লক্ষ! অর্থাৎ, মাত্র ২৩ ঘণ্টায় তাঁর মোট ফলোয়ারের ৭০ শতাংশ মানুষ তাঁর বক্তব্য শুনেছেন।

সবশেষে সমাজমাধ্যমে দেবাংশুর সংযোজন, বিজেপির আইটি সেলের বাজেট কয়েক হাজার কোটি টাকা। উপরন্তু, সেখানে গোটা দেশের স্ট্রেন্থ কাজ করে। সেখানে আমাদের দলের ডেডিকেটেড কর্মীরা নিজ উদ্যোগে, নিজ ক্ষমতায় লড়াই করেন। আমরা আইটি সেল সেই অগোছালো শক্তিকে একত্রিত, সংঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করার কাজ করি কেবল।

ভাষা আন্দোলন জারি নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : একুশের সমাবেশ মঞ্চ থেকে ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য জুড়ে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন নেত্রী। বিভিন্ন জেলার দলীয় নেতৃত্বদের জন্য তৃণমূলনেত্রীর সেই নির্দেশই এবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির তরফে নির্দেশিকা আকারে প্রকাশিত হল। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রত্যেক জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যান, বিধায়ক, সাংসদ এবং শাখা সংগঠনের রাজ্য সভাপতিদের জন্য দলের তরফে জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। দলের তরফে বলা হয়েছে, আগামী ২৭ জুলাই থেকে প্রত্যেক জেলা, ব্লক, ওয়ার্ড ও অঞ্চলে ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত ভাষাভাষীদের নিয়ে মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে আন্দোলনকে সুসংগঠিত করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিবাদ ধরনা কর্মসূচি চলবে কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে, বিভিন্ন দিনে ধরনায় যোগ দেবে তৃণমূলের ছাত্র, যুব, মহিলা-সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠন। ৯ অগাস্ট পালিত হবে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর বর্ষপূর্তি ও আদিবাসী দিবস। ওইদিনই গোটা রাজ্যব্যাপী পালিত হবে 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' কর্মসূচি। একইসঙ্গে দলের তরফে তৃণমূলস্তরের কর্মীদের নির্দেশ, কোথাও কেউ বাংলা বলার জন্য গ্রেফতার বা পুশব্যাক হলে স্থানীয় বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে ধরনায় বসতে হবে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে দেওয়া নয়া স্লোগান 'তৃণমূলের দর্শন, বাম-বিজেপির বিসর্জন'কে সামনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এইসমস্ত আন্দোলনে।

■ বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার দেশপ্রিয় পার্কে।

■ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল পার্শ্বশিক্ষক, এমএসকে, এসএসকে, শিক্ষাবন্ধু ও শিক্ষা সহায়ক সমিতির নেতৃবৃন্দ। রয়েছেন সভাপতি রামিউল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সভাপতি জীবন দাস, কোষাধ্যক্ষ পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুলেশ রহমান বিশ্বাস-সহ সংঠনের সদস্যরা। সোমবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে।

অবৈধ খাটাল ভাঙল পুরসভা

সংবাদদাতা, ডানকুনি: পুরসভা থেকে নোটিশ দিয়ে বলা হয়েছিল অপরিচ্ছন্ন অবৈধ খাটাল ভেঙে ফেলতে হবে। সেই সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও কর্ণপাত করেনি মালিক। তাই বাধ্য হয়েই সেই অবৈধ খাটাল ভাঙার কাজ শুরু করল ডানকুনি পুরসভা। মঙ্গলবার ডানকুনি থানার পুলিশবাহিনী বেশ কয়েকটি আর্থ মুভার নিয়ে গিয়ে খাটাল ভাঙতে শুরু করে। এক বছর আগেই ডানকুনি খাল সংস্কারের কাজ করেছিল সেচ দফতর। কিন্তু খাল সংলগ্ন অবৈধ ঘাটাল থেকে বর্জ্য পড়ে আবারও বন্ধ হয়ে যায়। যার জেরে বর্ষা এলেই ডানকুনি পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। খাটালগুলির বাইরে নোটিশ সেঁটে অবৈধ ভূগর্ভস্থ জলের লাইনের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি খাটালের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রাণিসম্পদ দফতরের ১০০ জন পশু চিকিৎসক খাটালে গবাদি পশুর পরিসংখ্যান করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এরপর এদিন সকাল থেকে অভিযানে নামে পুরসভা ও পুলিশ। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল চলতি জুলাই মাসের মধ্যে সমস্ত অবৈধ খাটাল উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয় ডানকুনি পুরসভা এবং চন্দননগর কমিশনারেটের অধীনস্থ ডানকুনি থানার পুলিশকে। মঙ্গলবার খাটাল ভাঙার কাজ শুরু করে প্রশাসন।

২০ অগাস্ট থেকে মিলবে অ্যাডমিট

প্রতিবেদন : ২০ আগস্ট থেকে অনলাইনে মিলবে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রথমে বলা হয়েছিল ১৩ আগস্ট অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে। কিন্তু নতুন দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে আরও এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২০ আগস্ট সেই অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে। এর জন্য অনলাইন এনরোলমেন্ট করা যাবে ৭ আগস্ট পর্যন্ত। কিন্তু এরপর যদি কেউ এনরোলমেন্ট করতে চায় তবে লেট ফাইন দিয়ে সেই আবেদন পত্র পূরণ করা যাবে, তাও ১৩ আগস্টের মধ্যে। পুরনো বার্ষিক নিয়মের পরীক্ষায় অকৃতকার্যরা ৩১ জুলাই পর্যন্ত সেমেস্টার সিস্টেমে পড়াশোনা শুরুর জন্য ফের রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাচীন মন্দির পুনর্নির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়াল বারাসত পুরসভা

সংবাদদাতা, বারাসত : সামান্য বটগাছ অসামান্য হয়ে উঠেছিল। সেই গাছকে শীতলার থান হিসেবে মানুষ পুজো করে কয়েকশো বছর ধরে। বসন্ত রোগগ্রস্ত রোগীদের সুস্থতা কামনা করে হিন্দু-মুসলিম সকল মানুষই সেখানে পুজো দেয়। এই শীতলা থানে প্রণাম করে পৈতৃক বাড়িতে ঢুকতেন মহানায়ক উত্তম কুমার, তরুণ কুমাররা। এমন একটি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী বিশাল আকৃতির বট গাছ সামান্য ঝড়ে ভেঙে পড়ে। শীতলা থানের পুনর্নির্মাণে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বারাসতের পুরপ্রধান তথা স্থানীয় পুরপিতা অশনি মুখোপাধ্যায়। বারাসত পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাতলা এলাকার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পৈতৃক বটগাছ-সহ শীতলা মন্দিরটি অবস্থিত। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বর্তমান সদস্য তথা উত্তম কুমারের ভাইপো কল্লোল চট্টোপাধ্যায় জানান, গত ১ মে সন্ধ্যায় সামান্য ঝড়ে প্রায় ৫০০-৫৫০ বছরের বিশাল ও প্রাচীন শীতলা বটগাছ ভেঙে পড়ে। খবর

পেয়ে অশনি মুখোপাধ্যায় রাত জেগে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের লোক ডেকে গাছ কেটে রাস্তা ও এলাকা পরিষ্কার করেন। পুরপ্রধানের এমন সহযোগিতায় খুশি এলাকার মানুষ। কল্লোলবাবু জানান, তাঁদের পরিবারে ১১ পুরুষ আগে রূপরাম চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে বটগাছটিকে শীতলা মা হিসেবে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীতে গাছের গায়েই সোনার ত্রিনয়ন, নলক, সোনা-রুপোর গহনা লাগিয়ে শীতলা মায়ের অবয়ব দেওয়া হয়। এবং জাঁকজমক করে পুজো শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে শীতলা মায়ের থানের ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। এমন একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে চট্টোপাধ্যায় পরিবার। তাঁরাই তাঁদের পারিবারিক অর্থে মন্দিরটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় মানুষও সেটাই চাইছেন। আর তাঁদের সবরকমভাবে সহযোগিতায়র আশ্বাস দিয়েছে বারাসত পুরসভা।

মামার বাড়িতে যুবকের মৃত্যু

সংবাদদাতা, বসিরহাট: মামার বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে আত্মঘাতী যুবক। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবেড়িয়া গ্রামের ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুব্রত মণ্ডল। বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জ থানার দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট সাহেবখালি গ্রামে। কয়েকদিন আগে তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরপর থেকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি। গত কয়েকদিন আগে মামার বাড়ি আমবেড়িয়ায় বেড়াতে আসেন সুব্রত। সোমবার রাতে মামা হরে কৃষ্ণ মন্ডলের বাড়িতে কেউ ছিলনা।

শহরের তিন প্রান্তে উদ্ধার ৩ দেহ

প্রতিবেদন : শহর কলকাতার তিন প্রান্তে উদ্ধার তিন মৃতদেহ। ল্যান্সডাউন, উল্টোডাঙা ও কাশীপুর থানা এলাকা থেকে মঙ্গলবার সকালে তিনটি দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিন সকালে শরৎ বোস রোডের ফুটপাথে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম সোমনাথ চক্রবর্তী (২৮)। সিসি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ১২ ঘণ্টার মধ্যে জয়নগর থেকে মূল অভিযুক্ত রাজু নস্কর গ্রেফতার হয়েছে। কাশীপুরের একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির নিচ থেকে এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয় এদিন। কীভাবে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আবার উল্টোডাঙার ক্ষুদিরাম বোস সরণি থেকে আরও এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় এদিন সকালে। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠায় আরজি কর হাসপাতালে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাতের অন্ধকারে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালাল একদল দুষ্কৃতী। সোমবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারির ঘটনা। দুষ্কৃতীদের খোঁজে শুরু তল্লাশি

আমার বাংলা

23 July, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

উদ্ধার ৩ শ্রমিক

■ মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই নদীতে চলে এল হড়পা বান। নদীর মাঝে দ্বীপের মতো একটি উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিলেন তিন শ্রমিক। তাঁদের বাঁচাতে স্থানীয় বাসিন্দারা ও প্রশাসনের তরফে শুরু হয়ে গেল মরিয়া প্রয়াস। জানা গিয়েছে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির পাইপ লাইনের কাজে গাঠিয়া নদীতে নেমেছিলেন বিহারের বাসিন্দা মোহন সিং (৪৫), যোগেশকুমার গুপ্তা (৩০) ও আলিপুরদুয়ারের শামুকতলার খাতোপাড়া গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাস। এদিন বিকেলে হড়পা বানে আচমকাই জল বাড়তে শুরু করে নদীতে। জল বেড়ে যাওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা আশ্রয় নেন নদীর মধ্যে থাকা একটি উঁচু বালির ঢিপিতে। টানা ২০ মিনিটের লড়াইয়ের পর ৩ জনকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন উদ্ধারকারীরা। বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, নদীর যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে যখন তখন যা কিছু ঘটে যেতে পারত। পাইপ লাইন ফেটে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আর্থ মুভারও নামতে চাইছিল না।

আহত ৩৫ জন

■ পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল কর্মীদের গাড়ি। দুর্ঘটনায় আহত প্রধান, উপপ্রধান-সহ প্রায় ৩৫ জন তৃণমূল কর্মী। আহতরা অনেকেই রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার রাজবাড়ি গেট এলাকায়। আহতরা সকলেই করণদিঘি ব্লকের আলতাপুরের বাসিন্দা। ওই প্রায় ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। গাড়িটি জাতীয় সড়কের ওপরে সামনে থাকা একটি ডাম্পারে ধাক্কা মারে। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

সচেতনতা শিবির

■ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল কালিয়াগঞ্জের সরলাসুন্দরী হাইস্কুলে। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় সেবা প্রকল্পে বিদ্যালয়ের সভাগৃহে এই সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চাইল্ড হেল্প লাইনের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর বিপুল দত্তের পরিচালনায় এই শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সরলাসুন্দরী হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত দত্ত সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

শ্রম দফতরের উদ্যোগে ২০ মাস পর খুলে গেল আম্বুটিয়া চা-বাগান, খুশি শ্রমিকেরা

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ২০ মাস বন্ধ থাকার পর শ্রম দফতরের উদ্যোগে খুলে গেল কার্শিয়াংয়ের আম্বুটিয়া চা-বাগান। কাজে ফিরলেন কয়েকশো শ্রমিক। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, এই নিয়ে ১৮টি বন্ধ চা-বাগান খুলে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিভ প্রসিডিওর(এসওপি) তৈরি হওয়ার পরই মিটছে শ্রমিক সমস্যা। খুলছে বন্ধ বাগানগুলি। চা-শ্রমিকরা ফের কাজে ফিরছেন, তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, ১০ অক্টোবর ২০২৩ সালে বাগান বন্ধের নোটিশ দিয়ে বেপাত্তা হয়ে যান মালিক। রোজগার চলে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছিল কয়েকশো শ্রমিকের। বন্ধ বাগানটি খোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উদ্যোগ নেয় শ্রম

দফতর। দফায় দফায় শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে চলে বৈঠকও। গত ১৮ জুলাই দার্জিলিং জেলার শ্রম দফতরে ছয়টি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক হয়। বেরিয়ে আসে সমাধানসূত্র। অবশেষে মঙ্গলবার চা-বাগানটি খুলে যায়। প্রসঙ্গত, এভাবেই কয়েকজন অসাধু মালিক হঠাৎ করেই চা-বাগান বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। বিশেষ করে বোনাস ঘোষণার পর বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন মালিকরা। তখন বেতন পাচ্ছিলেন না শ্রমিকরা। বিপদে পড়ছিলেন। ঠিক তখনই চা-শ্রমিকদের কথা ভেবে এসওপি(স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিভ প্রসিডিওর) চালু হয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। এর ফলেই চা-বাগান শ্রমিকদের সমস্যা মিটছে। বাগান খোলার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

চাকরির টোপ দিয়ে পাচারের চেষ্টা ৫৬ তরুণীকে উদ্ধার জিআরপির

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পাচার হওয়ার আগেই শিলিগুড়ির এনজেপি স্টেশনে উদ্ধার ৫৬ জন তরুণী। ঘটনায় যুক্ত থাকার প্রমাণ পেয়ে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করে

■ তরুণীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় তরুণীদের। সোমবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে পাটনাগামী ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে ওই তরুণীদের উদ্ধার করে জিআরপি ও আরপিএফ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থায় কাজের টোপ দিয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে ওই ৫৬ জন তরুণীকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে আদতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিহারে। সোমবার রাত ন'টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে জিআরপি এবং আরপিএফ ট্রেনে তল্লাশি চালানোর সময় একসঙ্গে এতজন তরুণীকে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা? জানতে চাইলে তরুণীরা জানান তাঁরা বেঙ্গালুরুতে যাচ্ছেন। কিন্তু ওই তরুণীরা এনজেপি-পাটনা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে ওঠায় সন্দেহ হয় পুলিশ আধিকারিকদের। এরপরেই তাঁদের ট্রেন থেকে নামানো হয়। ওই তরুণীরা জানান, ভাটপাড়া এলাকার বাসিন্দা জিতেন্দ্র পাসোয়ান এবং শিলিগুড়ির বাসিন্দা চন্দ্রিকা তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন। এরপরই আটক করা হয় ওই দু'জনকে। তাঁদের কথায় অসঙ্গতি মেলায় গ্রেফতার করা হয়। ৫৬ জন তরুণীকে ট্রেন থেকে নামিয়ে জিআরপি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর প্রত্যেকের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পরিবারে লোকেরা এনজেপি এলে তাঁদের হাতে তরুণীদের তুলে দেওয়া হয়।

স্টেডিয়ামের উন্নয়নকাজ সম্পন্ন, শুরু হল খেলা

রায়গঞ্জ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য। জোরকদমে চলছিল উন্নয়নের কাজ। সম্পন্ন হওয়ার পরই শুরু হয়েছে ফুটবল খেলা। চেনা মাঠে

■ রায়গঞ্জে স্টেডিয়ামে চলছে ফুটবল খেলা।

খেলা দেখতে যাচ্ছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্টেডিয়ামটি পেয়েছে শহরবাসী। খেলার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরবে শহরে। অপরদিকে ইসলামপুর মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব জানান, সম্প্রতি ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এসডিএসএ কর্মকর্তাদের সাথে এসডিও অফিসের সভাকক্ষে একটি সভা করা হয়। সেই সভায় সকলেই এসডিএসএ সদস্যদের নবনির্মিত স্টেডিয়ামে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই মতো এসডিএসএ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে। এই টুর্নামেন্টটি গত বছর পর্যন্ত হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত হত। এ-বছর নবনির্মিত স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। ইসলামপুর পুরসভার কাজ প্রশংসনীয়। অদূর ভবিষ্যতে স্টেডিয়ামে আরও অনেক টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

চা-শ্রমিকের লড়াইয়ে রণে ভঙ্গ চিতাবাঘের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রতিদিনের মতোই চা-বাগানে কাজ করছিলেন হীরালাল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ করেই চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রমিকের ওপর। দু'জনের মধ্যে চরম ধস্তাধস্তি। চা-শ্রমিক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পিছু নেয়। কিন্তু শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফের বাগানের ভিতরে ঢুকে যায় চিতাবাঘটি। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ির বামনডাঙা চা-বাগানের ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা

■ জখম চা-শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে। খরচ দেবে বন দফতর।

জানান, হীরালাল ওরাওঁ এবং আরেক সর্দার চা-শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করছিলেন। সেই সময় তাঁরা বাগানের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎই বাগানের ঝোপের মধ্যে থেকে একটি চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে হীরালালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর বুকে, পিঠে, গালে ও নাকে থাবা বসিয়ে দেয় হিংস্র জন্তুটি। আচমকা আক্রমণে পাশেই থাকা অন্য সর্দার আতঙ্কে দৌড়ে পালাতে শুরু করেন। তখন কিছুক্ষণ তাঁর পিছু নেয় চিতাবাঘটি, তবে ধাওয়া করতে না পেরে অবশেষে চা-বাগানের ভিতরে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। বাগানের অন্য শ্রমিকরা ছুটে এসে আহত হীরালালকে উদ্ধার করে নিয়ে যান সুলকাপাড়া হাসপাতালে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন বন দফতরের আধিকারিকরা। হীরালালের চিকিৎসার সমস্ত খরচ তাঁরা বহন করবেন। পাশাপাশি, বাগানে চিতাবাঘ ধরার ফাঁদ পাতা এবং নজরদারি আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বক্সা বাঘ বনের কাছে জাতীয় সড়কে পোরো এলাকায় দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক। আলিপুরদুয়ারের পোরো এলাকায় ৩১ নং জাতীয় সড়কে গুয়াহাটিগামী চাল বোঝাই একটি লরির সঙ্গে উল্টোদিক থেকে আসা একটি ভুটানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সম্বলিত ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় গুয়াহাটিগামী ট্রাকের চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। দুটি গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় জাতীয় সড়কে যানজট হয়। কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে।

আমার বাংলা
23 July, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশের সভা শেষে নিখোঁজ কর্মী কানাই

সংবাদদাতা মেদিনীপুর : একুশে জুলাই সমাবেশে গিয়ে নিখোঁজ হলেন এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনা জানাজানি হতে সাতসকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ১ ব্লকের নন্দনপুরে। জানা গিয়েছে, গ্রামের বছর ৬৫-র কানাই সামই গতকাল একুশে জুলাই বাসে করে ধর্মতলায় শহিদ দিবসের সভামঞ্চে গিয়েছিলেন অন্য কর্মীদের সঙ্গে। সভা শেষে অন্য কর্মীরা বাড়ি ফিরে এলেও কানাই আর তাঁদের সঙ্গে ফিরে আসেননি। ধর্মতলার বিভিন্ন জায়গায় কানাইয়ের খোঁজ করলেও পাওয়া যায়নি। অবশেষে লালবাজারে তাঁর নিরুদ্দেশের সম্পর্কে অভিযোগ জানানো হয়। বাড়ি না ফিরে আসায় পরিবারের লোকজন ও অন্যরা সবাই খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্নভাবে। কানাই তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী। এই বয়সেও আবেগ ধরে রাখতে পারেননি, শহিদ দিবসে ধর্মতলায় হাজির হন অন্য কর্মীদের সঙ্গে।

এভাবেই কানাই সামইকে শেষবার সভাস্থলে দেখা যায়।

মদের আসরে বিবাদ বন্ধুকেই পিটিয়ে খুন

সংবাদদাতা, নদিয়া : মদের আসরে বসে দুই যুবক চ্যালাকাঠ, বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করল নিজেদেরই বন্ধুকে। ঘটনার নৃশংসতায় স্তম্ভিত এলাকাবাসী। নদিয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত ঘাটরা অঞ্চলের ঘটনা। জানা যায়, ঘাটরা অঞ্চলের যুবক দেবাশিস মণ্ডল এলাকায় ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। সেই দেবাশিস দুই বন্ধু তুহিন হালদার ও সুকান্ত বিশ্বাসকে নিয়ে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে মদ্যপান শুরু করেন। সারারাত মদ্যপান করার পরে সকালের দিকে সামান্য কিছু বিষয় নিয়ে দেবাশিসের সঙ্গে তুহিনের বচসা শুরু। এরপরই তিনজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেলে কাছেই পড়ে থাকা চেলাকাঠ দিয়ে দেবাশিসকে বেধড়ক মারতে থাকে তুহিন ও সুকান্ত। ক্রমাগত মার খেয়ে জ্ঞান হারান দেবাশিস। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায় দুই বন্ধু। খবর পেয়ে দেবাশিসের পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভীমপুর থানার পুলিশ অন্যতম অভিযুক্ত তুহিনকে গ্রেফতার করে। সুকান্তর খোঁজ চলছে।

সভাফেরত দলীয় কর্মীর মৃত্যু
শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে পাশে দল

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক তৃণমূল সমর্থকের। বর্ধমানের নবাবহাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের উপর। মৃতের নাম মধুসূদন পাল (৭২)। বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায়। দলীয় কর্মীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পেয়েই কলকাতা থেকে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস ও জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদারকে নির্দেশ দেন মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার সকাল থেকে হাসপাতাল ও বর্ধমান পুলিশ মর্গে উপস্থিত থেকে সবরকম সহযোগিতা করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার পর মধুসূদনের দেহ কাঁকসায় তাঁর বাড়ির পথে রওনা করে দেওয়া হয়। সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, বিডিএ-র চেয়ারম্যান উজ্জ্বল পরামানিক, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদার প্রমুখ। ছিলেন কাউন্সিলর বসিরুদ্দিন আহমেদ, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষও।

মৃত তৃণমূল সমর্থককে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাচ্ছেন নেপাল ঘড়ুই, উজ্জ্বল পরামানিক, রাসবিহারী হালদার প্রমুখ।

ধর্মতলা থেকে কাঁকসা যাওয়ার পথে ১৯ নং জাতীয় সড়কের রেনেসাঁ উপনগরীর প্রবেশপথের কাছে তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে যাওয়া বাসটি দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানেই উল্টোদিকের দোকানে যেতে গিয়ে মধুসূদনকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় একটি গাড়ি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দলীয় কর্মীর মৃত্যুতে অন্য কর্মী-সমর্থকরা গভীর শোকাহত। নেপাল ঘড়ুই জানালেন, তাঁরা দলীয় কর্মীদের পাশে সবসময় থাকেন। এখানেই মৃত কর্মীর পরিবারকে সবরকম সাহায্য করবে দল।

খনি অঞ্চলে ইসিএল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

সংবাদদাতা, অণ্ডাল : পশ্চিম বর্ধমানের খনি অঞ্চল এলাকায় ইতিমধ্যেই বহু ইসিএল কর্মীর রহস্যজনক দেহ উদ্ধার হয়েছে। আবারও একবার অণ্ডালের খাসকাজোরা এলাকায় ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার সকালে খাসকাজোরা ধাঙরপাড়া এলাকায় এক ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল জনবসতি থেকে একটু দূরে একটা নির্জন জায়গায়। গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল দেহটি। মৃত ব্যক্তির নাম অরুণা প্রধান, বয়স আনুমানিক (৪৫) বছর। সকালে স্থানীয়রা প্রাতঃকৃত্যের জন্য অদূরে ফাঁকা জায়গায় গেলে সেখানে একটা গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় অরুণার দেহ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অণ্ডাল থানায় ও অরুণার বাড়ির লোকেদের। অণ্ডাল থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আত্মহত্যার ঘটনা। তবে এর পিছনে কী কারণ রয়েছে জানার চেষ্টা হচ্ছে।

পড়ুয়াদের জাদু-উৎসাহ বাড়াতে ৩ দিনের কর্মশালা

সংবাদদাতা, তমলুক : ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জাদুর খেলা দেখতে ভালবাসে। সেই সঙ্গে জানতে চায় কী কৌশলে সেই ম্যাজিক দেখানো হয়, শিখতেও চায়। আগে ছোটদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিখ্যাত জাদুকররা ম্যাজিকের নানা খেলা শেখাতেন। এই বাংলাতেই জাদুসম্রাট গণপতি চক্রবর্তী, রাজা বোস, রয় দ্য মিস্টিক যতীন্দ্রনাথ রায়, জাদুসম্রাট পি সি সরকার, জাদুপ্রভাকর ডি সি দত্ত, জাদুসূর্য দেবকুমারের মতো বিশ্বখ্যাত জাদুকর জন্ম নিয়েছেন। ছোটদের সেই ম্যাজিক নিয়ে আগ্রহকে আরও বাড়িতে দিতে, তাদের ভারতের

ঐতিহ্যবাহী জাদুবিদ্যা সম্পর্কে অবহিত করতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নিমতৌড়িতে শিশুকিশোর আকাদেমি এবং তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুরু হল তিনদিনের ম্যাজিক কর্মশালা, মঙ্গলবার। কর্মশালা চলবে ২৪ জুলাই পর্যন্ত। এদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দুকুমার মাজি, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ কোলে, শিশুকিশোর আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহানবিশ, জেলা পরিষদ সহ-সভাধিপতি সুহাষিণী কর, তাম্রলিপ্ত পুরসভার প্রধান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মহুয়া মল্লিক প্রমুখ। এদিন জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই ম্যাজিক কর্মশালায় অংশ নেয়।

হজযাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২০২৬ সালে যাঁরা হজ করতে যাবেন, তাঁদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানে। জেলা সংখ্যালঘু দফতরের উদ্যোগে এই কর্মশালায় মঙ্গলবার হাজির ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু দফতরের প্রতিনিধিরাও। জেলা সংখ্যালঘু দফতরের আধিকারিক বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এ বছর পূর্ব বর্ধমান জেলায় হজের জন্য ১০৫৯ জনের কোটা রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, হজে যেতে গেলে কী কী নিয়ম রয়েছে, কীভাবে যেতে হবে প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এদিন জানানো হয়েছে হজে যেতে ইচ্ছুকদের। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।

মাছ বাঁচাতে পক্ষিনিধন চলছে

প্রতিবেদন : পাখি মাছ খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে। এই অভিযোগে মৎস্যচাষিরা লাগাতার পাখিনিধন করছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় মাছের ঝিলের ঘটনা। পাখিদের মাছশিকার বন্ধ করতে ভেড়ির মালিকরা ঝিল জুড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন জাল। ফাঁসে বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে পাখিদের। বিগত তিন বছর ধরে পক্ষিনিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। পরিবেশপ্রেমীরা পড়ুয়াদের নিয়ে এলাকায় টহল দিচ্ছেন। জালে আটকে পড়া পাখি উদ্ধার করছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

23 July, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৩ জুলাই ২০২৫
বুধবার

সোমবার পুরনো দিঘার সৈকতে স্নানে নেমে তলিয়ে যান মামা-ভাগ্নে। মামা তপন সানাকে জীবিত উদ্ধার করলেও মঙ্গলবার জগন্নাথ মন্দির ঘাট থেকে উদ্ধার হল ভাগ্নে স্বপন মালিকের (২৫) মরদেহ। পুলিশ জানায়, তারকেশ্বরের স্বপন বেসরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন

খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে ব্যতিক্রমী জন্মদিন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ক সমাজমাধ্যমের টিম 'আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব'-র সদস্য মনোজ সাহু ও অর্পিতা সাহু তাঁদের একমাত্র কন্যা মনস্বীনির পঞ্চম জন্মদিন পালন করলেন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়ে। জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের কমলাপুকুরিয়া গ্রামের এই পরিবার খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত কড়িয়াশোল হাইস্কুলে আয়োজিত এক আসরের মাধ্যমে উদযাপন করলেন তার জন্মদিন। সরকারি এক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে পরিবেশন করা হয় দুপুরের খাবার ভাত, ডাল, আলু-পোস্ত, মাংস ও মিষ্টি। পাশাপাশি খুদে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শিক্ষাসামগ্রীও। সুবর্ণরৈখিক পরিবারের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা নেন প্রদীপকুমার সেনাপতি, অভিনেশ নায়েক-সহ একাধিক সদস্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শমীক পাত্র এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে জানান, এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। একটি শিশুর জন্মদিনে অনেক শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়ে সমাজের প্রতি এই দায়বদ্ধতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা হয়তো ভবিষ্যতে মনস্বীনি ও তার বন্ধুদের আরও মানবিক ও সচেতন করে তুলবে।

ফুলিয়ায় নগদে-গয়নায় লক্ষাধিক টাকার চুরি

সংবাদদাতা, নদিয়া : শান্তিপুর থানার ফুলিয়া কালীপুর এলাকায় এক বৃদ্ধার বাড়ি ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা একাই থাকতেন বাড়িতে। তাঁর ছেলে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। সোমবার সন্ধ্যায় বৃদ্ধা বাড়ির বাইরে কাজে যাওয়ার সময় বাড়িতে তালা দিয়ে যান। মঙ্গলবার সকালে ফিরে এসে দেখেন, বাড়ির গ্রিলের তালা ভাঙা এবং আলমারির লকার খোলা। জানা যায়, চুরি গিয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ ছাড়াও সোনা-রুপোর গয়না। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় চোরেরা সহজেই চুরি করে পালাতে সক্ষম হয়। বৃদ্ধার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

শহিদ দিবসের রাতে দুষ্কৃতী-আগুনে পুড়ে গেল আইএনটিটিইউসি অফিস

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের রাতেই বর্ধমানের উল্লাস বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুষ্কৃতীদের লাগানো আগুনে পুড়ে গেল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অফিসঘর। স্ট্যান্ডের ঘোষক বলরাম ঘোষ জানান, রাত প্রায় দুটো নাগাদ ধর্মতলা থেকে একটি বাস স্ট্যান্ডে ঢোকার সময় সেই বাসের চালক ও কন্ডাক্টর আইএনটিটিইউসি অফিসে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় ইউনিয়ন অফিসের সম্পাদককে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে দেখেন দাউদাউ করে জ্বলছে পার্টি অফিসের বারান্দা। নিরাপত্তারক্ষী ও বাসকর্মীরা ৫টি অগ্নিনির্বাপণ সিলিন্ডার এবং জল দিয়ে আগুন আয়ত্তে আনেন। ডিজেলের গন্ধ পাওয়ায় সকলের সন্দেহ, কেউ বা কারা ডিজেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে পালায়। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বাসস্ট্যান্ডের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করেছে। ঘটনায় যুক্তদের কঠিন সাজা চান বলরামবাবুরা। জানা যায়, অফিসের বারান্দায় থাকা মমতা বন্দোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটআউটগুলি পুড়ে যায়। আগুনের তীব্রতায় আশপাশের গাছপালাও পুড়ে যায়। জিটি রোড থেকে আগুন দেখে অনেকেই ছুটে আসেন।

বর্ধমান বাসস্ট্যান্ডে পুড়ে গেল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অফিস।

ফের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু খড়্গপুরের আইআইটি শিক্ষাকেন্দ্রে

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ফের খড়্গপুর আইআইটির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মধ্যপ্রদেশের ছেলে চন্দ্রদীপ পাওয়ারের মৃত্যু ঘটে সোমবার রাতে। শ্বাসনালীতে ওষুধ আটকে ওই পড়ুয়ার মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এবং খড়্গপুর আইআইটি সূত্রে খবর, চন্দ্রদীপ থাকতেন নেহরু হলের ডি-৪০৮ রুমে। কয়েকদিন ধরেই জ্বর-সর্দিতে ভুগছিলেন তিনি। রাতে খাওয়ার পর চিকিৎসকের প্রেসক্রাইব করা ওষুধ খেতে গিয়ে গলায় ওষুধ আটকে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। দ্রুত আইআইটি খড়্গপুরের বিসি রায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিপিআরও দেওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। প্রসঙ্গত, শুক্রবার আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ঋতম মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর চার দিনের মধ্যেই আর এক পড়ুয়ার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নামে শিক্ষাকেন্দ্রে। এই নিয়ে চলতি বছরের প্রথম ৭ মাসেই ৫ মেধাবী পড়ুয়ার মৃত্যু হল আইআইটি খড়্গপুর ক্যাম্পাসে। তবে প্রথম চারজনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার তত্ত্ব সামনে আসে।

বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু এনআইটির ঠিকাশ্রমিকের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে এক ঠিকাশ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা। সোমবার সকালে দুর্গাপুরের বিদ্যাপতি রোডের ঠিকাশ্রমিক কানাই বড়ুয়া একটি বাড়ি থেকে কাজ করতে গিয়ে নিচে পড়ে গুরুতর জখম হন। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সহকর্মীদের অভিযোগ, কাজের সময় মৃত শ্রমিকের সেফটি বেল্ট ছিল না। এই মৃত্যু ঘিরে ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাটির বিরুদ্ধে। কীভাবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এমন একটি সংস্থাকে কাজের বরাত দিল তা নিয়ে কার্যত ঝড় ওঠে। মৃতদেহ নিয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন অন্য ঠিকাকর্মীরা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন মৃতের পরিবার। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ।

মৃতদেহ বহনের গাড়ি এল এনআইটিতে।

বিবাদ চলার মধ্যেই স্ত্রীর দিকে গুলি খুনের অভিযোগে ধৃত কুখ্যাত স্বামী

প্রতিবেদন : বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে শুরু হয় অশান্তি। তখনই স্ত্রীর দিকে গুলি চালিয়ে দেন ক্রুদ্ধ স্বামী। ফলে সোমবার রাতে নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কালিরবাঁশ এলাকায় মৃত্যু হয় মইলা বিবির। কয়েক বছর আগে হায়দার আলির সঙ্গে বিয়ে হয় মইলা বিবির। এই হায়দার আলির নাম আগেই পুলিশের খাতায় ছিল বহু অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে। বিভিন্ন জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকছিল। সোমবার রাতে বাড়ি ফিরলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল অশান্তি বেধে যায়। তার মধ্যেই হায়দার নিজের সঙ্গে থাকা বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে দিলে ঘরের ভিতরেই লুটিয়ে পড়েন স্ত্রী মইলা বিবি। ঘটনার পরই পালায় হায়দার। প্রতিবেশীরা স্ত্রীকে বেথুয়াডহরি হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ রাতেই তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত হায়দারকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হয়।

ধরা পড়ল খুনি স্বামী।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের

সংবাদদাতা, খাতড়া : বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল বৃদ্ধ শম্ভু বারিকের (৭০)। বাড়ি খাতড়ার দুবরাজপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে তাঁর নাতনিকে বাসে চাপাতে খাতড়ার খড়বন মোড়ে এসেছিলেন শম্ভু। বাসে চাপিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ একটি অজানা গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে খাতড়া হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় বাঁকুড়া-খাতড়া রাজ্য সড়কের খড়বন মোড়ে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তায় বাম্পার না থাকায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলাচল করে। ফলে বারবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। অবিলম্বে রাস্তায় স্পিড ব্রেকার তৈরি ও ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হলে অবরোধ চলবে বলে জানান স্থানীয়রা। দু'ঘণ্টার বেশি অবরোধ চলায় ব্যাপক হয়রানির শিকার হন যাত্রীরা।

শিশুদের মনের বিকাশ ঘটাতে বর্ধমানে প্রথম ছড়া গড়ার কর্মশালা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : রাজ্য শিশু কিশোর আকাদেমি এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে জেলায় প্রথমবার দুদিনের জন্য শুরু হল ছড়া লেখার কর্মশালা ছড়াগড়া। জেলা সংস্কৃতি দফতরের মিটিং রুমে শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর জন্মদিন উপলক্ষে এই কর্মশালায় অংশ নিল পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মোট ৭০জন ছাত্রছাত্রী। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল জানিয়েছেন, শিশুদের মনের বিকাশ ঘটাতে ছড়া লেখার কৌশল শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কীভাবে মজার মজার ছড়া লেখা যায়, সেই ছড়াকে কীভাবে আকর্ষণীয় করা যায় সেইসব নিয়েই দুদিনের কর্মশালা। প্রশিক্ষক হিসাবে আছেন আশিস মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ আচার্য, শ্যামাচরণ কর্মকার, সংকল্প সেনগুপ্ত, অনির্বাণ ঘোষ প্রমুখ। রামশংকরবাবু জানান, এই ছড়া গড়া কর্মশালার জন্য গোটা জেলার ১৫০-রও বেশি আগ্রহী ছাত্রছাত্রী অংশ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিকাঠামোর সমস্যায় সবাইকে নেওয়া যায়নি। এ-ব্যাপারে তিনি রাজ্য শিশু কিশোর আকাদেমির কাছে আগামী দিনে আরও বড় করে এই কর্মশালার আয়োজন করার আবেদন জানিয়েছেন।

তথ্য সংস্কৃতি দফতরের ছড়ার কর্মশালা।

১০
২৩ জুলাই ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

23 July, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখ্যমন্ত্রীর সেফ ড্রাইভ হোর্ডিং খুলে তোপের মুখে আরপিএফ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' হোর্ডিং খুলে ফেলায় এফআইআর দায়ের হল আরপিএফের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া জেলা পুলিশের পথনিরাপত্তা কর্মসূচির বিশাল হোর্ডিং শুক্রবার খুলে দেয় আরপিএফ। এই ঘটনায় দুপুরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় খড়্গপুরের সাউথ সাইড এলাকায়। আরপিএফের সঙ্গে বচসা বাধে তৃণমূল নেতাদের।

অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে চরম অপমান করা হয়েছে। রাজ্যের মাটিতে এভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া যায় না। পরে আরপিএফের তুঘলকি মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঘটনাস্থলে হাজির হন খড়্গপুরের এসডিপিও ধীরজ ঠাকুরের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। চাপের মুখে ক্ষমা চায় আরপিএফ। তাদের শীর্ষ আধিকারিকরা বলেন, আমরা ভেবেছিলাম কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রচার। সরকারি ব্যানার বলে বুঝতে পারিনি। পরে ওই হোর্ডিং আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দেয় পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় আরপিএফের খড়্গপুর টাউন পোস্টের ওসি আর পি সিনহার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। সোমবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেও গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, এতবড় সাহস! বাংলায় থাকবে আর আমার পোস্টার ছিঁড়বে! আমরা ধরে ফেলেছি। আপনাদেরকেও ধরতে হবে।...মনে রাখবেন, সেন্ট্রাল ফোর্স বিজেপি নয় আর স্টেট ফোর্স মানে তৃণমূল নয়। পুলিশ, প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়। মঙ্গলবার জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত পথ নিরাপত্তা কর্মসূচির হোর্ডিং খুলে ফেলে দেয় আরপিএফ। ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক ঘটনায় ভুল স্বীকার করেন। তবে, এই ঘটনায় ওই দিনই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

■ আবার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের সেই হোর্ডিং।

মলে অবৈধ লিফট ও দোকান ভেঙে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শহরের বুকে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার সকাল থেকে সেবক রোডের বহুল পরিচিত 'প্ল্যানেট মল'-এ অভিযান চালিয়ে ভেঙে ফেলা হল বেআইনি লিফট ও একাধিক স্টল। অভিযানে ব্যবহার করা হয় পুরনিগমের জেসিবি মেশিন। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই শপিং মলের বিল্ডিং প্ল্যানে লিফট কিংবা অতিরিক্ত স্টলের কোনও উল্লেখ ছিল না। অভিযোগ পেয়ে মলটির নকশা যাচাই করে পুরনিগম নিশ্চিত হয় যে একাধিক নিয়ম ভাঙা হয়েছে। এরপরই স্থির হয়, অবৈধভাবে তৈরি অংশ ভেঙে ফেলা হবে। সেই অনুযায়ী এদিন পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ার, এনফোর্সমেন্ট টিম ও সিভিক কর্মীদের উপস্থিতিতে অভিযান শুরু হয়। প্রথমেই ভেঙে ফেলা হয় লিফট ও আশপাশের অস্থায়ী দোকানপাট। এক পুর আধিকারিক জানান, বিল্ডিং প্ল্যান না মেনে কোনওরকম নির্মাণ শহরের নিরাপত্তা ও আইনি পরিকাঠামোর পরিপন্থী। আমরা আগেই নোটিশ দিয়েছিলাম, কোনও সদুত্তর না পাওয়ায় আজকের এই পদক্ষেপ। অভিযান চলাকালীন কিছু ব্যবসায়ী আপত্তি জানালেও প্রশাসন জানিয়ে দেয়, বিল্ডিং আইনের বাইরে গিয়ে কোনও নির্মাণ চলবে না। এই পদক্ষেপে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে যে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা যথাযথ বলেই মনে করছেন শহরবাসী।

■ ভাঙা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ।

■ একুশে জুলাই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। তারপরেই নদিয়া দক্ষিণ জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কোমর বাঁধল পরের কর্মসূচিতে। শুরু হয়ে গেল ২৮ অগাস্ট গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশের প্রচার। তারই দেওয়াল লিখন শুরু হল মঙ্গলবার।

আমাদের সমাধান

(প্রথম পাতার পর)

বুথে মানুষজন এসে গ্রামের সমস্যার কথা জানাবেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে অফিসাররা ঠিক করবেন, কতটুকু কাজ করা যাবে। স্বচ্ছতা বজায় রেখে, অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কাজ হবে। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যস্তরে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স তৈরি হবে। জেলাস্তরেও টাস্ক ফোর্স তৈরি হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, পরিষেবা একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাবেন সরকারি আধিকারিকরা। যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ স্তরে কাজ চলছে, সেরকম চলবে। দুয়ারে সরকারও হবে। এর বাইরেও অনেক ছোটখাটো সমস্যা থাকে, যা এসব পরিষেবার মধ্যে পড়ে না। আপনার গ্রামের নির্দিষ্ট কোনও কাজ দরকার হলে, যেমন আইসিডিএস সেন্টারের পাঁচিল বা ছাদ অথবা ঘর তৈরি হবে। সেই কাজটা এই 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' প্রকল্পের মাধ্যমে হতে পারে। ছোট স্তরে কাজগুলো হবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় চালক নিহত

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : রাম্বি ও কালিঝোরার মধ্যে বিরিকদারায় জাতীয় সড়ক-১০-এ একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পড়ল একটি ছোট চারচাকার যাত্রীবাহী গাড়ি। গিয়ালসিং থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে একটি যাত্রীবাহী গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু হয়েছে।

অসমের ষড়যন্ত্রের চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গেই ফের সরব হন তিনি। একই সঙ্গে জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের মদতপুষ্ট নোংরা খেলা এখনও অব্যাহত। নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে বিজেপিশাসিত অসমের ফরেন ট্রাইব্যুনালসের চিঠি পেয়েছেন অঞ্জলি শীল-সহ ফালাকাটার দুই বাসিন্দা। একই সঙ্গে হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার পুলিশ সুপার এবং ডিএমদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে ৫২ জন শ্রমিকের তথ্য চাওয়া হয়েছে। তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহ করা হয়েছে বলেই ইঙ্গিত। এই শ্রমিকেরা মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এই কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওরা কী চাইছে, বাংলা দখল করতে? এখানে কি ভাষা-সন্ত্রাস চলছে? এবার জেলা বেছে বেছে মানুষদের সংকটে ফেলার চেষ্টা চলছে। তবে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা আমাদের কাজ আমাদের মতো ঠিক করব। কেউ ভয় পাবেন না। এইসব করে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে মহারাষ্ট্র ও দিল্লির মতো বাংলা জিতবে! তবে বিজেপি ভুল করছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এটা খুবই উদ্বেগজনক। নিরীহ শ্রমিকদের বাংলাদেশি বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন রুটি-রুজির জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেন, তাঁদের এইভাবে অপমান করা মানবাধিকার লঙ্ঘন। পাশাপাশি, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে, অথচ পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের এখনও ধরা যাচ্ছে না কেন? মণিপুরের অশান্তি ঘিরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেও কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, বাংলার ব্যাপারে কীভাবে অসম হস্তক্ষেপ করে? এটা অসাংবিধানিক এবং অনৈতিক। তিনি বলেন, আমরা ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারকে বলব নিজের চরকায় তেল দিন। আপনি যদি মনে করেন এভাবে দেশ চালাবেন, তবে দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। আমাদের দিকে না তাকিয়ে আগে নিজের ঘর সামলান। আগুন লাগলে ঘর বাঁচাবেন কীভাবে ভাবুন।

সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, বাংলার উপর অত্যাচার বরদাস্ত করব না। বাংলা আগে এক নম্বরে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই ইস্যুতে কেন্দ্রের নীরবতাও প্রশ্নের মুখে। বলেছেন, জাতি-ধর্ম-ভাষা বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করছে। ওদের রুখতেই হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই ৫২ জন শ্রমিকের সুরক্ষা এবং তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। প্রয়োজনে হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পথে হাঁটবে প্রশাসন।

বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সেখানে তাদের সরকার তাই ঢালাও টাকা দিচ্ছে। আর বাংলায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা রয়েছে। কিন্তু সেখানে বরাদ্দ বন্ধ।

ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের দৌড়ে বাংলার থেকে অনেক এগিয়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি। কিন্তু তারপরও বঞ্চিত বাংলা। রাজ্যে বন্ধ একশো দিনের কাজ। বিপুল অঙ্কের টাকা বকেয়া। ফল ভুগছে রাজ্যের গরিব মানুষ। তাঁদের বকেয়া মেটাতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। আদালত বলছে, বকেয়া টাকা দিতে হবে। এই নিয়ে তৃণমূল সাংসদরা যখন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে প্রশ্ন করছেন, তখন বলা হচ্ছে আমরা ওই রায় খতিয়ে দেখছি। সবমিলিয়ে স্পষ্ট, এই বিজেপি বাংলা-বিরোধী, এরা বাংলার গরিব মানুষের শত্রু, বাংলার মানুষের মঙ্গল এরা চায় না। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর তরফে যে উত্তর তৃণমূল সাংসদ সাজদা আহমেদ, মহুয়া মৈত্রকে দেওয়া হয়েছে, তাতে পরিষ্কার বাংলার বিরুদ্ধে তারা বঞ্চনা করছে, প্রতিহিংসা করছে, আর তাদের রাজ্যগুলিতে অনিয়ম চলছে, দুর্নীতি চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও টাকা দিয়ে যাচ্ছে!

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 342
ANSWERED ON 22/07/2025

CANCELLATION OF FAKE JOB CARDS UNDER MGNREGS

342. SMT. MALA ROY:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details and number of fake job cards cancelled during the last three years in the country, year & State-wise; and
(b) the details and number of persons arrested in scam, State-wise?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KAMLESH PASWAN)

(a): State/Union Territory(UT)-wise number of fake job cards deleted under Mahatma Gandhi NREGS during the last three financial yeas is given at Annexure.

(b): Since responsibility of implementation of the Scheme vests with the State Governments and provisions for proper implementation have been laid down in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, operational guidelines, Annual Master Circular etc, primarily the concerned States/UTs are required to take appropriate action in case of any irregularities in the implementation of the scheme,which may include investigation and criminal action based on the seriousness of the issue, as per law.

The data related to persons arrested for the violation of the provision of the Act like fake job cards is not maintained in the Ministry.

■ মানস পালের নেতৃত্বে ডব্লুবিটিপিটিএ-র শিক্ষকরা ধর্মতলার সভাশেষে বাড়ির পথে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ট্রাইবুনালে দোষী সাব্যস্ত হলেন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও চন্দা কোচর। ৩০০ কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময় ৬৪ কোটি টাকার ঘুষের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে

দিল্লি দরবার

দুই গেরুয়া রাজ্যে অব্যাহত গণধর্ষণ

প্রতিবেদন : যেন ধর্ষণের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশ! এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদেরকে আজ ভারতের 'ধর্ষণের রাজধানী' হিসেবে তৈরি করেছে আরও এক বিজেপি শাসিত রাজ্য— ওড়িশা। লখনউয়ের ইন্দিরানগরে, ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে স্কুল ভ্যানের চালক। নিযাতিতার মায়ের অভিযোগ, তিনি আগেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে ওই চালকের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এখনও স্কুলের কোনও কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়নি। নিজেদের ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিজেপিকে টাকা দিয়ে আইনি দায় থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে, গেরুয়া ওড়িশাতেও অব্যহত ধর্ষণ। কয়েকজন কোচের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ এনেছে ১৫ বছরের এক নাবালিকা। অভিযোগ, ওড়িশার জাজপুর জেলায় চার হকি প্রশিক্ষক গণধর্ষণ করে ওই নাবালিকাকে। ৩ জুলাই স্থানীয় একটি স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর নাবালিকাকে একটি লজে ডিনারে আমন্ত্রণ জানায় অভিযুক্ত চারজন। তাদের বয়স আনুমানিক ৩০-এর কাছাকাছি। লজে গণধর্ষণের পর নাবালিকাকে ভয় দেখানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে চার অভিযুক্ত প্রশিক্ষককে আটক করেছে ওড়িশা পুলিশ। আদালতে নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সোমবার রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে জগৎসিংপুরে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়।

স্কুলে বাধ্যতামূলক সিসিটিভি

প্রতিবেদন: স্কুলের ভিতরে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা। স্কুল কর্তৃপক্ষগুলির অবহেলায় সেই স্কুল ক্যাম্পাসে গুলি চলা থেকে ধর্ষণের মতো ঘটনায় লাগাম লাগানো যায়নি উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে। ফলে এবার স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় মাঠে নামল সিবিএসই বোর্ড। জারি হল নিরাপত্তা সংক্রান্ত একগুচ্ছ নির্দেশিকা। যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের শৌচালয় ছাড়া বাকি আর সব জায়গায় সিসিটিভি বসাতে হবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় তৃণমূলের নেতৃত্বে ঝড় উঠল প্রতিবাদের

এসআইআর, মোদির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ধরনা আন্দোলনে বিরোধীরা

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) প্রতিবাদে দেশে প্রথম সরব হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই দেখানো পথে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের বিরোধী জোট ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হল সংসদের অলিন্দে। মোদি সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে— কেন্দ্রকে এই অভিযোগে সংসদের ভিতরে-বাইরে ঝড় তুলল বিরোধীরা। লোকসভার মকরদ্বারের সামনে ধরনা-প্রদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার মুখ্যসচেতক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস, সপা, আরজেডি-সহ অন্য বিরোধী দলের সাংসদরা। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নষ্ট করে দিতে চাইছে মোদি সরকার। এদিন হাতে পোস্টার নিয়ে মোদি সরকারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় ইন্ডিয়া শিবির। মঙ্গলবার সংসদের অধিবেশনের শুরু থেকে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় তীব্র প্রতিবাদ জানায় বিরোধী শিবির। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে বিরোধী সাংসদরা নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। কিন্তু সেই দাবি না মেনে কৃষক ইস্যুতে আলোচনা হবে বলে জানান স্পিকার। প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে অধিবেশন। সরকার বিরোধী শিবিরের দাবিতে আলোচনায় রাজি না হওয়ায় লোকসভা ওয়েলে নেমে স্লোগান দিতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, ডিএমকে, শিবসেনা, আরজেডি এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা। দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। ভণ্ডুল হয়ে যায় প্রশ্নোত্তরপর্ব। বিরোধীদের দাবিতে জিরো আওয়ারের মাঝখানেই থামিয়ে দিতে বাধ্য হন স্পিকার। শেষে দ্বিতীয় দিনেও সংসদের অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায়। রাজ্যসভায় বিরোধীরা একইভাবে এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়ে সোচ্চার হন। বিরোধীদের দাবি সরকার না মানায় উত্তাল হয় রাজ্যসভা। দিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করেছেন, মোদি সরকার সংসদ সচল রাখতে চাইছে না। সংসদের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বিদেশে চলে গেলেন। এর থেকেই স্পষ্ট, সংসদের গঠনমূলক আলোচনা থেকে পালাতে চাইছে সরকার।

সংসদের বাইরে তৃণমূলের নেতৃত্বে বিরোধীদের ধরনা। মঙ্গলবার।

বিজেপির ভাষা সন্ত্রাস প্রতিরোধে একজোট হল বিরোধী শিবির

প্রতিবেদন : তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১শের শহিদ মঞ্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। এই দিশাতেই বাংলা ভাষার ও বাঙালির উপর সন্ত্রাস রুখতে সংসদের বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয়দিন থেকে লোকসভায় ঝড় তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার তৃণমূলের সমর্থনে এগিয়ে এল অন্যান্য বিরোধী দলও। দেখিয়ে দিল ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিরোধী শিবির ঐক্যবদ্ধ। শুধুমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে বিজেপি। সবটাই পরিকল্পনামাফিক। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধিতার লোকসভায় আলোচনা করুক কেন্দ্র সরকার। এই ইস্যুতে তৃণমূলকে সমর্থন করে কংগ্রেস, ডিএমকে, শিবসেনা, আরজেডি-সহ অন্যান্য বিরোধীরা। তৃণমূল সূত্রের দাবি, সংসদের বাকি অধিবেশনে একই ভাবে বাংলা বিরোধিতায় বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপরে বিজেপির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংসদে প্রতিবাদের ঝড় তুলবে, বলেন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিজেপির সন্ত্রাসের নিয়ে আলোচনার দাবিতে নোটিশ দেন রাজ্যসভায়। বিজেপির এই ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সাগরিকা বলেন, এই আন্দোলন পথ থেকে আদালত এবং সংসদ পৌঁছেছে। বিজেপিকে একহাত নিয়ে তাঁর অভিযোগ, বিজেপি জমানায় বাঙালিরা ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে গণ্য হচ্ছে। আমরা চুপ করে থাকব না।

শিক্ষাক্ষেত্রেও বঞ্চনা বাংলাকে, স্পষ্ট হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তথ্যেই

প্রতিবেদন: শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপি এবং কেন্দ্রের প্রতিহিংসার রাজনীতি বেআব্রু হয়ে পড়ল আরও একবার। মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্র স্বীকার করে নিল, সমগ্র শিক্ষা যোজনা খাতে ২০২৪-২৫ বাংলার জন্য একটা টাকাও দেয়নি কেন্দ্র। শুধু সমগ্র শিক্ষা যোজনা নয়, পিএম-শ্রী প্রকল্পেও বঞ্চনার শিকার বাংলা। ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ পরপর দু'টি অর্থবর্ষেই এই খাতায় বাংলার প্রাপ্তি শূন্য। তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার লোকসভায় লিখিত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সমগ্র শিক্ষা যোজনায় বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর জন্য কেন্দ্র ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কত টাকা দিয়েছে? বকেয়ার অঙ্কই বা কত? সুনির্দিষ্ট সময়সীমার কত টাকা দিতে বিলম্ব করেছে কেন্দ্র? মথুরাপুর লোকসভা এলাকার স্কুলগুলির পরিকাঠামো এবং মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোনও প্রস্তাব আছে কি না তাও জানতে চান তৃণমূল সাংসদ। এই প্রকল্প খাতে আটকে থাকা প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা অবিলম্বে বাংলাকে মিটিয়ে দেওয়া হবে কি না সেই প্রশ্নও রাখেন সাংসদ বাপি হালদার। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যান তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নবাণে।

ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে মোদি সরকারকে

প্রতিবেদন: ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে মোদি সরকার? লিখিতভাবে জানানো হোক সংসদে, মঙ্গলবার রাজ্যসভায় দাবি জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত দাবি করেন, দেশের ২০ জন ঋণখেলাপির তালিকা প্রকাশ করুক কেন্দ্রীয় সরকার। সমস্ত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে স্পষ্ট করতে হবে সরকারকে, দাবি জানান তিনি।

ঋতব্রতর কথায়, গত ৫ বছরে দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে, তাঁর আরও দাবি, মোট প্রদত্ত ঋণের খাতে সরকারের ঘরে ফেরত এসেছে মাত্র এক লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ধার্য মোট ঋণের মাত্র দশ শতাংশ ফেরত পেয়েছে সরকার। এই প্রসঙ্গে সংসদে মোদি সরকার কেন কোনও সুস্পষ্ট উত্তর দিচ্ছে না তা সোজাসুজি জানতে চান তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এয়ার ইন্ডিয়া বিমানে ফের অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবেদন: আমেদাবাদের পর ফের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অগ্নিকাণ্ড! ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার হংকং-দিল্লি বিমান অবতরণের পর। মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৩১৫ বিমানটি হংকং থেকে দিল্লির উদ্দেশে হয়েছিল। বিকেলে যখন যাত্রীদের নামানো হচ্ছিল, ঠিক তখনই বিমানটির পিছনের দিকে থাকা অক্সিলিয়ারি পাওয়ার ইউনিটে ধোঁয়া দেখা যায়। যদিও দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছে বিমান সংস্থা।

সুপ্রিম পরামর্শেও অনড় কমিশন

প্রতিবেদন: সুপ্রিম-পরামর্শও মানবে না! মঙ্গলবার, শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে ফের জানাল নির্বাচন কমিশন। বৈধ নথি হিসেবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ডকে গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই প্রস্তাব না মেনে শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আধার কার্ড বা রেশন কার্ডের মতো নথি এক্ষেত্রে বিবেচিত হচ্ছে না। ৫২ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বিহারে, জানিয়েছে কমিশন।

উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অনিশ্চয়তা

প্রতিবেদন: সংসদে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠককে ঘিরে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। সোমবার রাতে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের হঠাৎ ইস্তফার পর থেকেই উপদেষ্টা কমিটির বৈঠককে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে অচলাবস্থা। কেন এই অচল অবস্থা সরকারের তরফে বিরোধীদের জানানো হয়নি কিছুই। গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচবার কমিটির বৈঠকের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে বলে খবর। মঙ্গলবার রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ বৈঠক ডাকেন দু'বার। কিন্তু বাতিল করা হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, বুধবার বেলা সাড়ে বারোটায় ফের ডাকা হয়েছে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক।

পুলিশ নিগ্রহে ৫০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ

প্রতিবেদন: পুলিশের হেফাজতে নিগৃহীত হল পুলিশই। এই বিরল ঘটনায় নিগৃহীত পুলিশ কনস্টেবল খুরশিদকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয়, নিগ্রহকারী পুলিশ অফিসারদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতা বেঞ্চ। ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু-কাশ্মীরে। খুরশিদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার অভিযোগ এনে তাঁর উপর ৬ দিন ধরে নির্যাতন চালায় পুলিশ।

ধুন্ধুমার বিধানসভায়

প্রতিবেদন: ধুন্ধুমার কাণ্ড বিহার বিধানসভার অধিবেশনে। মঙ্গলবার কালো পোশাক পরে বিধানসভায় এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব-সহ বিরোধী বিধায়করা। নিবিড় ভোটার সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন তাঁরা। ধস্তাধস্তি শুরু হয় মার্শালদের সঙ্গে।

এবছর বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ দেশের তকমা পেল ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশ অ্যান্ডোরা। সদ্য প্রকাশিত 'নাম্বিও সেফটি ইনডেক্স' অনুসারে ফ্রান্স ও স্পেনের মাঝে অবস্থিত দেশ অ্যান্ডোরাই ২০২৫ সালে বিশ্বের সব থেকে নিরাপদ দেশ

ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের শীর্ষে বিজেপির উত্তরপ্রদেশ, তাহলে বাংলাকে কেন বঞ্চনা?

আদালতের নির্দেশ না মেনে এখনও মনরেগার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র, বিজেপি রাজ্যে অনিয়ম হলেও টাকা বন্ধ নয়

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই স্পষ্ট : তৃণমূল

প্রতিবেদন: বাংলার বিরুদ্ধে লাগাতার অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি মনরেগায় গরিবের ন্যায্য মজুরি আটকে রাজ্যকে ভাতে মারার চেষ্টা। অথচ সংসদে খোদ কেন্দ্রের পেশ করা তথ্যেই দেখা যাচ্ছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ভুয়ো জব কার্ডের ছড়াছড়ি। এখানেও এগিয়ে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ। বাংলাকে বদনাম করা হচ্ছে, অথচ গেরুয়া রাজ্যের বিপুল অনিয়ম নিয়ে নীরব মোদি সরকার! আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বিজেপি রাজ্যগুলিতে বিপুল অনিয়ম হলেও সেখানে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখেনি কেন্দ্র। লোকসভায় ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা জানতে চেয়ে তৃণমূল সাংসদ মালা রায় যে প্রশ্ন করেছিলেন তার লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে বিজেপির উত্তরপ্রদেশই ভুয়ো জব কার্ডের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে। গত ৩টি আর্থিক বছরে বাতিল হওয়া ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা গোটা দেশে মোট ১১ লক্ষ ৭ হাজার ৮১৪। এরমধ্যে শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই বাতিল করতে হয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ১৭২টি ভুয়ো জব কার্ড। এনডিএ শাসিত বিহারে বাতিল হয়েছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৪৯৪টি

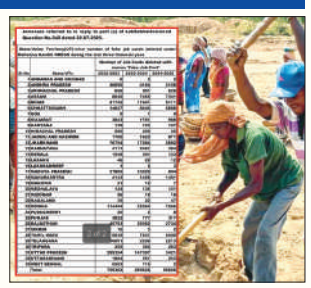

ভুয়ো জব কার্ড। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো জব কার্ডের পরিমাণ আলোচ্য ৩ বছরে মাত্র ৫ হাজার ৯৮৪। এরপরেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শুধুমাত্র বাংলার শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে মোদি সরকার। সংসদে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পেশ করা তথ্যেই দেখা গিয়েছে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান-সহ বহু বিজেপি রাজ্যে জব কার্ড বাতিলের সংখ্যা বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশ্ন, দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিজেপি রাজ্যগুলিতে মনরেগার কাজ চলছে, অথচ বাংলায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ থেকেই আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের প্রশ্ন, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরেও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে কোন সাহসে বাংলাকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার?

পদত্যাগ কেন, দিনভর চর্চা

প্রতিবেদন: উপরাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ইস্যুতে মঙ্গলবার দিনভর বিরোধী শিবিরের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হল শাসক শিবির। যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হিমশিম খেলেন বিজেপি সাংসদরা। প্রশ্ন উঠছে, সোমবার সারাদিন রাজ্যসভা স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার পর কী এমন হল যে সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাতে হল জগদীপ ধনকড়কে! উপরাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক পদ থেকে ধনকড়ের আচমকা ইস্তফার পিছনে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের চাপ ছিল কি না সেই প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী সাংসদরা। এই সূত্রেই উঠে এসেছে ধনকড়ের নিজের দেওয়া মাত্র ১১ দিন আগের একটি বার্তা। যেখানে সময়ের আগে ইস্তফার দাবি সটান উড়িয়ে ছিলেন তিনি নিজেই। রাষ্ট্রপতি তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্যুইটে তাঁকে যে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন তাতেই ইঙ্গিত, রাজনৈতিক চাপে সরে যেতে হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি ধনকড়কে। উপরাষ্ট্রপতির আকস্মিক ইস্তফার সিদ্ধান্তের আসল কারণ কী, জানতে চেয়ে মঙ্গলবার উত্তাল থাকল রাজ্যসভা। দেশের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও উপরাষ্ট্রপতির ইস্তফা স্বাভাবিক নয় বলে দাবি বিরোধীদের। বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার মুলতবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন।

চিনে তৈরি বিমান ভাঙার পিছনে যান্ত্রিক ত্রুটি? অনুমান তদন্তে

প্রতিবেদন: ঢাকার স্কুলভবনে বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা। মঙ্গলবার বাংলাদেশের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের বিশেষ সহকারী তথা চিকিৎসক মহম্মদ সায়েদুর রহমান সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি জানান, বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ২৫ জনই শিশু। মৃতদের মধ্যে বাকি দু'জন হলেন বিমানটির পাইলট এবং ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা। এদিকে মার্কিন ওয়েবসাইট 'গ্লোবাল সিকিউরিটি ডট কম'-এর তথ্য অনুযায়ী, এফটি-৭ বিজিআই বিমানটি চিনের একটি সংস্থা তৈরি করেছিল। সংস্থার নাম চেংদু এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন। এই বিমানটি দুই আসন বিশিষ্ট ও একক ইঞ্জিনযুক্ত। প্রশিক্ষণের কাজে এই বিমান ব্যবহার করে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। সোমবার মহড়ার জন্য ঢাকার কুর্মিটোলার বিমানঘাঁটি থেকে উড়েছিল এফটি-৭ বিজিআই বিমানটি। সেই বিমানে ছিলেন একজন পাইলট। ওড়ার ১২ মিনিটের মাথাতেই ভেঙে পড়ে বিমান। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও আইএসপিআর জানিয়েছে, বিমানটি ওড়ার পরই তাতে যান্ত্রিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

কৃষক আত্মহত্যা: সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই

প্রতিবেদন: ঋণের দায়ে দেশজুড়ে কৃষকদের আত্মহত্যা নিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের জবাবে বিজেপি সরকারের এই মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী লিখিত প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন, (ক) ২০১৪ সাল থেকে দেশে কৃষকদের আত্মহত্যার মোট সংখ্যা কত (খ) কৃষকদের আত্মহত্যার কারণ তদন্তের জন্য সরকার কি কোনও কমিটি গঠন করেছে? যদি করে থাকে, তবে সেই রিপোর্টের প্রধান উপসংহার কী? (গ) আত্মহত্যা করা কৃষকদের পরিবারকে কি সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে? যদি দিয়ে থাকে, তবে রাজ্যভিত্তিক তার বিস্তারিত বিবরণ জানানো হোক। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের লিখিত জবাবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) তাদের 'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথস অ্যান্ড সুইসাইডস ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রকাশনায় আত্মহত্যার তথ্য সংকলন ও প্রচার করে। ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতিবেদনটি এনসিআরবি-এর ওয়েবসাইট-এ উপলব্ধ। অর্থাৎ ঋণের দায়ে কৃষকের ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যাকে আরও পাঁচটি সাধারণ আত্মহত্যার মতোই সাধারণ ঘটনা বলে মনে করছে মোদি সরকার। অর্থাৎ দেশের অন্নদাতা কৃষকরা আত্মঘাতী হলেও মোদি সরকার তার কোনও দায় নিতে চায় না। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের অন্য দুটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। ওই দুই প্রশ্ন ছিল, কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার কি কোনও বিকল্প প্রকল্প চালাচ্ছে? এবং কৃষকদের দ্বারা আত্মহত্যা বন্ধ করার জন্য সরকার এপর্যন্ত কী কী সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা করেছে? জবাবে প্রতিমন্ত্রী ২৮টি প্রকল্পের তালিকা দিয়ে বলেছেন, কৃষি হল রাজ্যভিত্তিক বিষয়। রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজস্ব বিধান ও নিয়ম অনুযায়ী অনুগ্রহপূর্বক অনুদান বা ত্রাণ প্রদান করে। ভারত সরকার কৃষকদের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত নীতিগত ব্যবস্থা এবং প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে সহায়তা করে। তবু কৃষক কেন আত্মহত্যা করছে তার কোনও জবাব নেই।

বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন: প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারও

প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারের ভোটার তালিকার উপর বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন দেশের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার। এই বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা বলেছেন, এই পদক্ষেপ আকস্মিক, আক্রমণাত্মক, উচ্চাভিলাষী এবং এই মুহূর্তে এটি এড়ানো যেত। তাঁর মতে, এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কিছু দিক ভোটার এবং সম্পাদনকারী কর্মীবাহিনী উভয়ের জন্যই 'অন্যায্য' হবে। লাভাসা বারবার বলেছেন যে নির্বাচন কমিশন গত ৭৫ বছরে ভোটার তালিকাভুক্তির জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিহারে এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন করার সময় হঠাৎ করে পদ্ধতি পরিবর্তন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার স্বীকার করেন, পূর্ববর্তী দশকগুলিতে নির্বাচন কমিশন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার আগে নাগরিকত্বের প্রমাণ চায়নি। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বিহারে ভোটার তালিকার বিতর্কিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন স্থগিত করেনি। ইসিআই (নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া) উল্লেখ করেছে যে ভোটার যাচাইকরণের জন্য নথির তালিকায় ১১টি নথি রয়েছে এবং এটি চূড়ান্ত নয়। সুতরাং, আমাদের মতে, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি ভাল হবে। ইসিআই-এর উপরই নির্ভর করছে যে তারা এই নথিগুলি গ্রহণ করবে কি না। যদি তারা নথিগুলি গ্রহণ না করে, তবে এর কারণ জানাতে হবে। লাভাসার ব্যাখ্যা, শীর্ষ আদালত আরও বলেছে, বিষয়টি শুনানির প্রয়োজন এবং ইসিআইকে ২৮ জুলাইয়ের আগে জবাব দিতে নোটিশ জারি করেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, নাগরিকত্বের বিষয়টি এবং এটি নিয়ে ইসিআই-এর ক্ষমতা আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয়নি। যদিও শুনানির সময় এটি উল্লেখ করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। এটি অনস্বীকার্য যে সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন দ্বারা প্রভাবিত কেউই এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেননি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আখরোট বা কাঠবাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং আর্জিনিনের মতো অ্যামিনো অ্যাসিড, যা লিভারকে বর্জ্য এবং বিষাক্ত পদার্থ থেকে মুক্তি দেয়

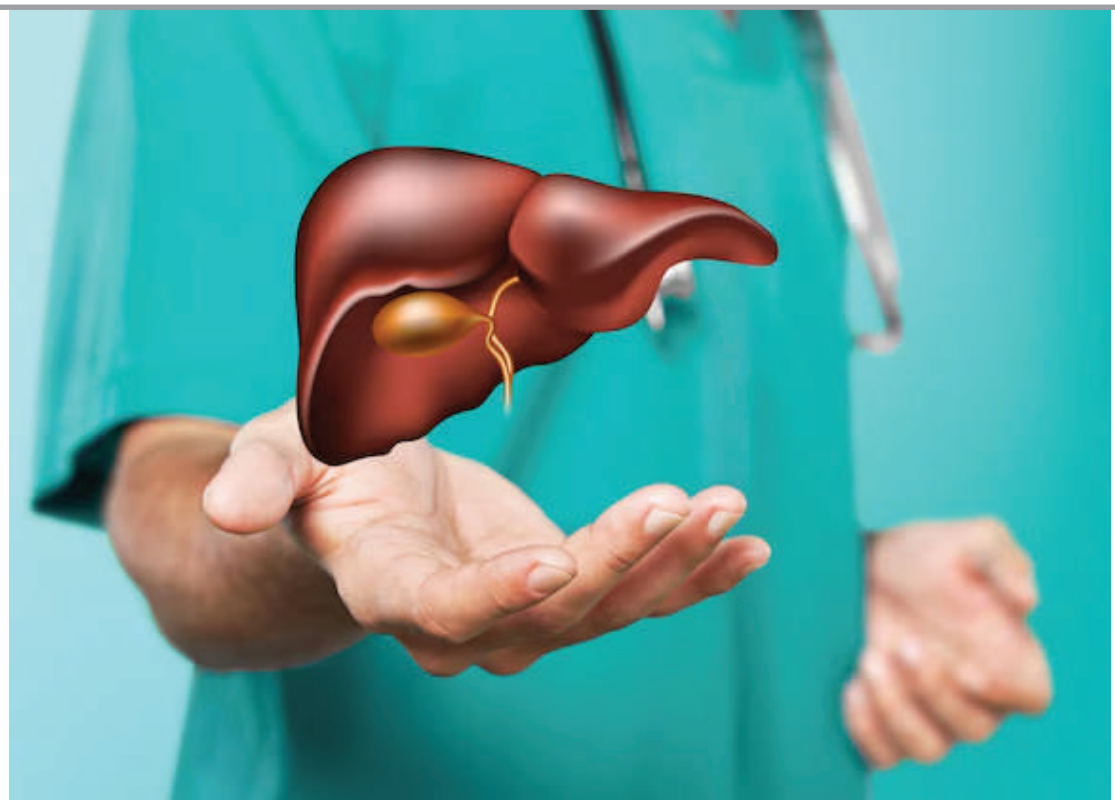

লিভারকে রাখুন সুস্থ

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। সুস্থ থাকতে জরুরি লিভারের যত্ন। তার জন্য দূরে যেতে হবে না, আপনার হাতের কাছেই রয়েছে নানা উপাদান। বিভিন্ন ফলের রস এবং সবজি যা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় থাকলেই কেল্লা ফতে। লিভার থাকবে সুস্থ সবল। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। এর অনেকগুলো কাজ যার মধ্যে প্রধান হল হজম করানো।

লিভার পিত্ত তৈরি করে যা চর্বি হজমে সহায়তা করে। লিভার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট বিপাক করে শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। রক্ত থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ দূর করে শরীরকে পরিষ্কার রাখে। লিভার রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে। শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল বিশ্বের প্রায় ২৫% শতাংশ জনসংখ্যা লিভারের রোগে আক্রান্ত। যেমন— ফ্যাটি লিভার, হেপাটাইটিস, সিরোসিস, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ইত্যাদি। মূত্রথলির ক্যানসার থেকে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার— সবেরই গোড়ার কারণ সেই লিভার। এমনকী কিডনির বিভিন্ন জটিল অসুখের নেপথ্যেও রয়েছে লিভার। তাই লিভার সুস্থ রাখা সবচেয়ে জরুরি। আর লিভার ভাল রাখতে দরকার ডিটক্সিফিকেশন। লিভারকে সুস্থ রাখতে রান্নাঘরেই রয়েছে অনেক কিছু। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ডায়েট এবং কিছু ডিটক্স জ্যুস বা ডিটক্স ওয়াটার রাখুন আপনার রোজকার ডায়েটে।

বিটের রস বা বিটরুট জ্যুস

বিটের রসে রয়েছে খুব উচ্চমাত্রার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বিটালাইন লিভারকে সুস্থ রাখতে খুব কার্যকরী। বিটে রয়েছে উচ্চমানের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা রক্ত পরিস্রুত করে। একটা বিট, অল্প আদা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। ওই মিশ্রণটি ছেঁকে মধু আধচামচ, পাতিলেবুর রস এবং সামান্য বিট নুন দিয়ে খান।

অ্যালোভেরা জ্যুস

অ্যালোভেরায় রয়েছে অ্যালোইন নামে প্রোটিন আছে যা শরীরে জমে থাকা টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। অ্যালোভেরায় ভিটামিন এ, সি, ও, ই থাকে যা লিভার ভাল রাখতে সহায়তা করে। দিনের যে কোনও সময়ে খেতে পারেন অ্যালোভেরার জুস। এটা বাজারের প্যাকড জ্যুস আকারেই কিনতে পাওয়া যায়।

আপেল জ্যুস

আপেলে থাকা পলিফেনল, পেকটিন লিভারের সিরাম এবং লিপিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপেলে রয়েছে ম্যালিক অ্যাসিডও যা টক্সিন এবং কার্সিনোজেন অপসারণ করতে সাহায্য করে। আপেল ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধ করে তাই আপেল জ্যুস খান নিয়মিত। একটি আপেল টুকরো করে সঙ্গে আদা টুকরো দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণটি ছেঁকে ওর মধ্যে লেবু, বিটনুন মিশিয়ে খান।

গাজরের জ্যুস

গাজরের রসে থাকা বিটা-ক্যারোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারকে সুরক্ষিত রাখে। এই পুষ্টি উপাদানগুলি পিত্ত নিঃসরণ বাড়ায় এবং হজমে সহায়তা করতে পারে। গাজরের রস দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া ও বদহজমের সমস্যা কমায়। এটি নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ-এর ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। ফলে লিভারের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন তাঁরা নিয়মিত গাজরের রস খেলে উপকৃত হবেনই।

লেবুর জল

রোজ সকালে লেবুর জল খেলে পিত্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। পিত্ত লিভারকে আরও সহজে চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে এবং হজমে সহায়তা করে। লেবুতে ভিটামিন সি-ও রয়েছে, যা লিভারকে অনেকটা পরিস্রুত করে ফলে লিভার টক্সিন-মুক্ত থাকে। একটা পাতিলেবু, একচামচ মধু দিয়ে এক গ্লাস জলে মিশিয়ে অল্প বিটনুন ছড়িয়ে খান। যাঁদের লেবুতে অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে তাঁরা অল্প পরিমাণে লেবুর রস মিশিয়ে এই জলটি খান।

আমলকীর জ্যুস

আমলকী, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। আমলকীর রস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস-জনিত ক্ষতির হাত থেকে লিভারকে রক্ষা করে। আমলকীর রস ডিটক্স ওয়াটারের কাজ করে, তাই এটা নিয়মিত খেলে লিভার এবং কিডনি দুইই ভাল থাকে।

আমলকী টুকরো করে কেটে ব্লেন্ড করে ওই মিশ্রণ ছেঁকে নিন। ওর মধ্যে অল্প মধু এবং লেবুর রস মিশিয়ে খান।

বেদানার জ্যুস

বেদানায় রয়েছে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিশেষ করে পুনিকালাগিন, অ্যান্থোসায়নিন এবং পলিফেনল। কমপ্লিমেন্টারি থেরাপিজ ইন মেডিসিনে প্রকাশিত গবেষণা অনুসারে বেদানার রস খেলে লিভারের এনজাইমের মাত্রা উন্নত হয় বিশেষ করে যাঁরা স্থূল বা হজমের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা নিয়মিত বেদানার রস খেলে ভাল ফল মেলে। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার-জনিত সমস্যা প্রতিরোধ করে বেদানা। বেদানা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে অল্প বিটনুন দিয়ে খান।

ব্লুবেরি এবং ক্র্যানবেরি জ্যুস

ব্লুবেরি এবং ক্র্যানবেরিতে রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা প্রদাহ কমায় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস-জনিত ক্ষতি থেকে লিভারকে রক্ষা করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে ব্লুবেরি এবং ক্র্যানবেরি লিভারের ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে এবং ফাইব্রোসিসের ঝুঁকি কমায়।

গবেষণায় দেখা গেছে ব্লুবেরির নির্যাস লিভার ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধ করে। এক কাপ ব্লুবেরি ধুয়ে নিয়ে এক চামচ ভিনিগার এবং আধচামচ বেকিং সোডায় ভিজিয়ে রাখুন। এরপর তুলে নিয়ে আবার ধুয়ে ব্লেন্ড করে নিন। ওর মধ্যে এক চামচ লেবুর রস মেশান আবার একবার ব্লেন্ড করুন। ওপরে বিটনুন ছড়িয়ে খান।

সবজি

ব্রকোলি, ফুলকপি এবং ব্রাসেলস স্প্রাউট থাকা যৌগ লিভারের এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করে। এই এনজাইমগুলি শরীরের টক্সিন অপসারণে সহায়তা করে। একটি গবেষণা বলছে ব্রোকলি ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকিও কমাতে পারে।

চর্বিযুক্ত মাছ

বিভিন্ন চর্বিযুক্ত মাছ যাতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যেমন স্যামন, সার্ডিন, টুনা, কাতলা, ইলিশ খাদ্যতালিকায় পরিমাপমতো রাখুন।

এই হেলদি ফ্যাটগুলি লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং চর্বি জমা রোধে সাহায্য করে। গবেষণা অনুযায়ী ওমেগা-৩ লিভারের সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের লিভারের চর্বি এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ভারতকে চান ইতালির অধিনায়ক জো বার্নস

বুমরার সাফল্যের রহস্য ক্ষুরধার মগজাস্ত্র: পূজারা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : মাত্র ৯ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। তার মধ্যেই ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে বিশ্বের সেরা বোলারের তকমা পেয়ে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। আর এই সাফল্যের রহস্য বুমরার অ্যাকশন বা বলের গতি নয়, মগজাস্ত্র! সাফ জানাচ্ছেন ভারতীয় ফাস্ট বোলারের প্রাক্তন সতীর্থ চেতেশ্বর পূজারা।

বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পূজারা বলেছেন, সবাই বুমরার বোলিং অ্যাকশন বা গতির কথা বলেন। কিন্তু একটা জিনিস আড়ালে থেকে যায়। সেটা হল, বুমরার মগজাস্ত্র। মাঠের পরিস্থিতি বুঝতে বুমরার জুড়ি মেলা ভার। আইপিএল খেলার সময় ও লাসিথ মালিঙ্গার কাছ থেকে শিখেছে, কী ভাবে ব্যাটারদের বোকা বানাতে হয়। বুমরার বড় গুণ, কয়েকটা বল করার পরেই পিচের চরিত্র ধরে ফেলতে পারে। এই পিচে কী ভাবে বল করলে, ব্যাটার সমস্যায় পড়বে, সেটা দ্রুত বুঝে যায়। তাই ও এতটা সফল।

একই সঙ্গে পূজারা জানিয়েছেন, সফল অধিনায়ক হওয়ার যাবতীয় গুণ বুমরার মধ্যে রয়েছে। পূজারার বক্তব্য, ড্রেসিংরুমে বসে ও সারাক্ষণ খেলা দেখে। বেশিরভাগ পেসাররা ড্রেসিংরুমে ফিরে বিশ্রাম নেয়। বুমরা পুরোপুরি আলাদা। অনেক সময় ড্রেসিংরুমে আমি ওর পাশে বসতাম। বুমরা আমাকে বলেই যেত, এই পিচে বোলারদের কেমন বল করা উচিত। ব্যাটারদের কী ভাবে খেলা উচিত। ওর মধ্যে নেতৃত্বের যাবতীয় গুণ রয়েছে। তাই শুভমনের আগে ওকেই অধিনায়ক করা হয়েছিল।

এই সাক্ষাৎকারে পূজারা আরও বলেছেন, ভারতীয় দলে প্লে-স্টেশন খেলতে পছন্দ করে, এমন একটা গ্রুপ ছিল। এই গ্রুপে ছিলাম আমি, শুভমন, পন্থ ও ঋদ্ধিমান সাহা। বিদেশ সফরে গেলে, আমাদের কাজ ছিল হোটেলে ফিরে প্লে-স্টেশন খেলা। আমরা বুমরাকে দলে টানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তখন আমরা ওকে হুমকি দিয়েছিলাম, আমাদের গ্রুপে না এলে, তোমার বলে একটাও ক্যাচ ধরব না। তখন ও রাজি হয়!

ক্রীড়া বিলের আওতায় বোর্ডও

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এই অধিবেশনে পেশ হওয়ার কথা ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্নেন্স বিল ২০২৫। এই সঙ্গে পেশ হতে পারে অ্যান্টি ডোপিং বিলের সংশোধনীও। সংসদের উভয় কক্ষে এই বিল পাশ হলে, তা আইনে পরিণত হবে। সূত্রের খবর, নতুন আইনের আওতায় আসবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। দেশের ক্রীড়া সংস্থাগুলির গঠনতন্ত্র আলাদা। আলাদা আলাদা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সংস্থাগুলি। কিন্তু সব ক'টি সংস্থাকে একই নিয়মে বাঁধার জন্যই আনা হচ্ছে নতুন ক্রীড়া বিল। ২০২৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় ভারত। তার আগেই দেশের সব খেলাকে একই আইনের আওতায় আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে, ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক এবং ২০৩২ সালের ব্রিসবেন অলিম্পিকে স্থান পেয়েছে ক্রিকেট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন ক্রীড়া আইনের আওতায় পড়ে যাবে বিসিসিআইও।

বিরাটের মতোই ছাপ ফেলছে গিল : পন্টিং

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের দুই ওপেনারের সময় নষ্টের চেষ্টায় উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। নিজের চরিত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে জ্যাক ক্রলির সঙ্গে উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন শুভমন গিল। ভারত অধিনায়কের আগ্রাসী মেজাজ নিয়ে চর্চাও শুরু হয়। অনেকে গিলের আগ্রাসনকে সমর্থন করলেও ইংল্যান্ডের প্রাক্তনদের কেউ কেউ বিরোধিতা করেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং এতে কোনও ভুল দেখছেন না। বরং বিরাট কোহলির আগ্রাসনের সঙ্গে গিলের অনেকটা মিল খুঁজে পেয়েছেন পন্টিং।

আইসিসি রিভিউয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, শুভমন গিলকে আমি আগে যতটুকু জেনেছি তার থেকে এটা একটু ব্যতিক্রমী ছিল। তবে গিল তার দলের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটাই হল অধিনায়কের কাজ। সে দেখাতে চাইবে, এটা তার দল এবং এইভাবে আমরা খেলব। যা কিছু নেতিবাচক ঘটবে তার প্রতিদানও দেব।

লর্ডসে নেতা গিলের আগ্রাসন দেখে পন্টিংয়ের মনে পড়েছে কিং কোহলিকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক এভাবেই লড়াকু মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতেন। বিরাটের মতো গিলও দেখাতে চাইছেন, শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এখানে আসেননি, সবসময় জেতার জন্যই তাঁরা মাঠে নামেন। পন্টিং তাই বলেছেন, আমি মনে করি, গিল তার দলের উপর ছাপ ফেলতে শুরু করেছে এবং এটা অনেকটাই বিরাটের মতো। রোহিত (শর্মা) কখনও বাহ্যিকভাবে আগ্রাসী ছিল না। বিশেষ করে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের প্রতি। বরং রোহিত প্রায়শই সতীর্থদের প্রতি একটু আক্রমণাত্মক থাকত তাদের সেরাটা বের করে আনতে। শুভমন গত সপ্তাহে যেটা করেছে আমার দেখতে ভাল লেগেছে। টিমের অধিনায়ক হিসেবে এটাই স্বাভাবিক।

ফিটনেস নিয়ে তরুণ প্রজন্ম উদাসীন : ধোনি

রাঁচি, ২২ জুলাই : দীর্ঘ পনেরো বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে খুব কম বারই চোটের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৪৪ বছর বয়সেও চুটিয়ে আইপিএল খেলছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। কিন্তু ২০ ওভার কিপিং করছেন টানা।

এদিকে, একের পর এক ভারতীয় ক্রিকেটার চোট-আঘাতে ভুগছেন। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ আকাশ দীপ ও নীতীশ রেড্ডি। কুঁচকির চোটে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে আকাশের খেলা অনিশ্চিত। নীতীশ তো সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। রাঁচির এক অনুষ্ঠানে ধোনি জানিয়েছেন, ভারতীয় তরুণ প্রজন্ম ফিটনেস নিয়ে উদাসীন। দু'টি বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, এখনকার দিনে শারীরিক পরিশ্রম কমেছে। তরুণ প্রজন্মও ফিটনেস সম্পর্কে উদাসীন। সেভাবে খেলাধুলোও করে না। তাই গোটা দেশেই তরুণদের ফিটনেস কমছে।

এই প্রসঙ্গে নিজের মেয়ে জিভার উদাহরণ টেনেছেন ধোনি। তিনি বলেছেন, আমার মেয়েও একেবারে শারীরিক পরিশ্রম করে না। ও কোনও খেলাধুলোই করে না! তাই আমাদেরও ভাবতে হয়, কীভাবে ওকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখব। দৌড়ঝাঁপ না করলে, শরীর কিছুতেই ফিট হবে না।

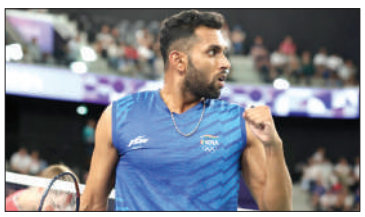

প্রণয়ের রুদ্ধশ্বাস জয়, লক্ষ্যর হার

চাংঝোউ, ২২ জুলাই : ফের হতাশ করলেন লক্ষ্য সেন। চিনা ওপেন সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন তিনি। তবে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয়।

মঙ্গলবার লক্ষ্য কোর্টে নেমেছিলেন টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই লি শি ফেংয়ের বিরুদ্ধে। চিনা শাটলারের বিরুদ্ধে প্রথম গেম জিতলেও, ২১-১৪, ২২-২৪, ১১-২১ ব্যবধানে হেরে যান ভারতীয় শাটলার। অন্যদিকে, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাপানের কোকি ওয়াতানাবে। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ৮-২১, ২১-১৬, ২৩-২১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেন প্রণয়। প্রথম গেমে প্রণয়কে কার্যত দাঁড়াতেই দেননি ওয়াতানাবে। দ্বিতীয় গেম জিতে অবশ্য ম্যাচ ১-১ করে ফেলেছিলেন ভারতীয় তারকা। তবে নির্নায়ক তৃতীয় গেমের শুরুতেই ২-১১ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন প্রণয়। একটা সময় তো ১৫-২০ পয়েন্টে এগিয়ে যান জাপানি শাটলার। ওই পরিস্থিতি থেকে টানা পাঁচ-পাঁচটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত গেম ও ম্যাচ পকেটে পোরেন প্রণয়।

ওয়াশিংটন হচ্ছে লম্বা রেসের ঘোড়া : শাস্ত্রী

লন্ডন, ২২ জুলাই : ওয়াশিংটন সুন্দরে মোহিত রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, তামিল অলরাউন্ডার লম্বা রেসের ঘোড়া।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৭৭ রান করেছেন ওয়াশিংটন। এর মধ্যে রয়েছে, লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসের দুরন্ত স্পেল। শাস্ত্রী বলছেন, ওয়াশিংটন সুন্দর বরাবরই আমার পছন্দের ক্রিকেটার। ওকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনই মনে মনে বলেছিলাম, একজন সত্যিকারের অলরাউন্ডারকে পেয়ে গিয়েছি। যে ভারতীয় ক্রিকেটকে লম্বা সময় ধরে সার্ভিস দেবে।

ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১১ টেস্টে ৩০ উইকেট নিয়েছেন অফস্পিনার ওয়াশিংটন। ব্যাট হাতে রান করেছেন মোট ৫৪৫। শাস্ত্রীর বক্তব্য, ওর বয়স মাত্র ২৫ বছর। তবে ওয়াশিংটনের আরও বেশি টেস্ট খেলা উচিত ছিল। টার্নিং উইকেটে ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যেমনটা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হয়েছিল। সিনিয়র স্পিনারদেরও ছাপিয়ে যেতে পারে পারফরম্যান্স দিয়ে।

প্রসঙ্গত, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ০-৩ ফলে সিরিজ হারলেও, ওয়াশিংটন ১৬ উইকেট নিয়েছিলেন। শাস্ত্রীর সংযোজন, ওর ব্যাটের হাতও খুবই ভাল। এই মুহূর্তে টেস্ট দলে ওকে আট নম্বরে ব্যাট করানো হচ্ছে। তবে আমার বিশ্বাস, খুব দ্রুত ওকে ছ'নম্বরে ব্যাট করতে দেখব। ওয়াশিংটনের মধ্যে সফল অলরাউন্ডার হওয়ার সব মশলা আছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

23 July, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৩ জুলাই ২০২৫
বুধবার

কানাডিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার কার্লোস আলকারেজ

আজ ডুরান্ডের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ বুধবার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হচ্ছে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপ। ইস্টবেঙ্গল ও সাউথ ইউনাইটেডের মধ্যে উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ডুরান্ডের সূচনা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর দিল্লিতে থাকায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে আসতে পারেননি তিনি। তবে এবার ডুরান্ডের উদ্বোধনে থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী দু'বছর আগে যুবভারতীতে ডুরান্ড কাপের সূচনা করেছিলেন বলে কিক মেরে। এবারও তেমনটাই করতে পারেন। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ও সাউথ ইউনাইটেডের কোচ, ফুটবলারদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

যুবভারতীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মহড়া চলে আগের দিন। এবারও নানা পরিকল্পনা করা হয়েছে অনুষ্ঠান ঘিরে। বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। ম্যাচ শুরু বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তার আগে আধঘণ্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিবারের মতো এবারও থাকছে 'ফ্লাইপাস্ট'। সেনাবাহিনীর চপাড় যুবভারতীর আকাশে 'এয়ার শো' করবে। এয়ার শো-এ নেতৃত্ব দেবেন হেলিকপ্টারের পাইলটরা। পারফর্ম করবেন সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্টের সদস্যরা।

বাংলার সংস্কৃতির কথাও মাথায় রাখা হয়েছে। ছৌ নৃত্যশিল্পীরাও পারফর্ম করবেন বলে জানা গিয়েছে। দেখা যেতে পারে বাউল সঙ্গীতও। সেনাবাহিনীর নিজস্ব ব্যান্ডের গানের সঙ্গে মার্শাল আর্ট শো থাকবে। এবার কলকাতা ছাড়াও ডুরান্ডের বাকি চার আয়োজক শহর জামশেদপুর, কোকড়াঝাড়, ইম্ফল এবং শিলংয়েও প্রথম ম্যাচের আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে।

অচেনা প্রতিপক্ষকে সমীহ ইস্টবেঙ্গলের

প্রস্তুতিতে নন্দর সঙ্গে রশিদ।

প্রতিবেদন : বুধবার ডুরান্ড কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। গত মরশুমের ব্যর্থতা ভুলে নতুন মরশুমে মশাল জ্বালাতে মরিয়া কোচ অস্কার ব্রুজো। গতবার মাঝপথে দায়িত্ব নিয়ে লক্ষ্যপূরণ হয়নি। এবার নিজে দায়িত্ব নিয়ে দল গড়েছেন। ডুরান্ডের পরীক্ষায় পাঁচ বিদেশিকে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে ক্লাব। কিন্তু বুধবার যুবভারতীতে উদ্বোধনী ম্যাচে অনামী সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে তিন বিদেশিকেই পাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস, সাউল ক্রেসপো এবং নবাগত বিদেশি প্যালেস্তাইনের মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদকে খেলাতে পারবেন অস্কার। বাকি দুই নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে এবং মিগুয়েল ফিগুয়েরার আইটিসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। চোটের কারণে নেই সৌভিক চক্রবর্তী।

মাত্র কয়েকদিনের অনুশীলনের পরই প্রথম ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তাই ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে চিন্তিত ইস্টবেঙ্গল কোচ। তার উপর প্রথম ম্যাচেই অচেনা প্রতিপক্ষ। আনোয়ার আলি, মার্তণ্ড রায়না, লালচুংনুঙ্গাদের নিয়ে ভারতীয় রক্ষণ থাকছে প্রথম ম্যাচে। মাঝমাঠে রশিদ, ক্রেসপোর সঙ্গে নন্দকুমার, বিপিন সিং শুরু করতে পারেন। বিষ্ণু হয়তো লেফট ব্যাকে। আক্রমণে দিমির সঙ্গী হতে পারেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা।

অস্কারের কাছে প্রতিপক্ষ সাউথ ইউনাইটেড কার্যত অচেনা। ইস্টবেঙ্গল কোচ বলছেন, বিপক্ষ দলে অনেক তরুণ ফুটবলার রয়েছে। আমরা ভাল দল নামানোর চেষ্টা করছি। মাঠেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে আমরা যথেষ্ট ভাল দল। মরশুম সবে শুরু হচ্ছে। ফিটনেসের অনেক উন্নতি করতে হবে। আমরা ভুল বেশি করতে চাই না। আমাদের উপর চাপ নেই। জানি, সমর্থকদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। কিন্তু মাঠে কী করতে হবে ছেলেরা জানে। ডুরান্ডে পুরো দল হাতে পাওয়ায় প্রি-সিজন ভাল হবে বলেই বিশ্বাস করি।

ডুরান্ডে হয়তো নেই রবসন

প্রতিবেদন : রবসন রোবিনহোকে ডুরান্ড কাপে খেলানোর ভাবনা নেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। রবসনের সঙ্গে চুক্তি কার্যত চূড়ান্ত। সূত্রের খবর, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর জন্য মোহনবাগানের প্রস্তুতিতে যোগ দিতে অগাস্টেই কলকাতায় চলে আসতে পারেন রবসন। তবে ডুরান্ডে ব্রাজিলীয় তারকাকে ভাবা হচ্ছে না। মঙ্গলবার শহরে এলেন মোহনবাগানের নতুন রিক্রুট অভিষেক সিং টেকচাম। মণিপুরী সাইড ব্যাকের মেডিক্যাল টেস্ট রয়েছে। এদিন রাতেই শহরে চলে আসার কথা মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, বিশাল কাইথদের। বিশাল নতুন মরশুমে অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে। ২৫ বা ২৬ জুলাই সিনিয়র দলের ভারতীয় স্কোয়াড নিয়ে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছে মোহনবাগান। কোচ জোসে মোলিনা আসবেন ২ বা ৩ অগাস্ট।

ঝুলন-লক্ষ্মীর ক্লাসে বাংলা

প্রতিবেদন : আসন্ন নতুন মরশুমের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বাংলা। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের ইন্ডোরে বাংলার সিনিয়র পুরুষ দলের পাশাপাশি মহিলা দলেরও প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি শুরু হল। ছেলেদের দলের ক্রিকেটারদের প্রস্তুতির দিকে কড়া নজর ছিল কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার। পাশাপাশি ইন্ডোরের নেটে বাংলার মহিলা দলের মেন্টর ঝুলন গোস্বামীর ক্লাসে দেখা গিয়েছে তরুণ ক্রিকেটারদের। ব্যাটার ও বোলারদের হাতে-কলমে ভুলত্রুটি শুধরে দিতে দেখা গিয়েছে কিংবদন্তি ঝুলনকে।

আকাশ জেতালেন ডায়মন্ড হারবারকে

ডায়মন্ড হারবার ১ — **মহামেডান ০**

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র দাপট অব্যাহত। মঙ্গলবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ময়দানের অন্যতম প্রধান মহামেডান স্পোর্টিংয়ে মুখোমুখি হয়েছিল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। আকাশ হেমব্রমের একমাত্র গোলে জিতল ডায়মন্ড হারবার। লিগে এখনও অপরাজিত তারা। ৬ ম্যাচে চতুর্থ জয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে ডায়মন্ড হারবার। অন্যদিকে, হেরেই চলেছে মহামেডান। এই নিয়ে লিগে তাদের তৃতীয় হার। বাকি দু'টি ড্র। ট্রান্সফার ব্যান এবং ইনভেস্টর সমস্যার জোড়া ধাক্কায় বিপর্যস্ত সাদা-কালো ব্রিগেড। গ্রুপে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ দলের মধ্যে ১১ নম্বরে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল।

এদিনও সিনিয়র দলের কোনও ফুটবলারকে খেলাননি কলকাতা লিগে ডায়মন্ড হারবারের কোচ দীপাঙ্কুর শর্মা। এমনকি অভিজ্ঞ গোলকিপার সুস্নাত মালিককেও এদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও ডায়মন্ড হারবারের জয় আটকায়নি। শুরু থেকে ম্যাচের রাশ ছিল ডায়মন্ড হারবারের হাতে। খেলার ৭ মিনিটের মাথায় গোল করে এগিয়ে যায় তারা। গোল করেন আকাশ। এরপর আক্রমণে ঝাঁজ বাড়িয়ে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনেন ডায়মন্ডের খেলোয়াড়রা। কিন্তু গোলের সুযোগও তৈরি হয়। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে

গোলের পর আকাশকে নিয়ে উচ্ছ্বাস। মঙ্গলবার

পারেননি তাঁরা। না হলে ব্যবধান বাড়িয়েই বিরতিতে যেতে পারত ডায়মন্ড হারবার।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ভাল ফুটবল হয়নি। মহামেডান গোল শোধের চেষ্টা করলেও ডায়মন্ড হারবারের রক্ষণ পরিস্থিতি সামাল দেয়। ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু গোল আর হয়নি। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সচিব প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বলেন, তারুণ্যে ভরসা রেখেই আমরা মহামেডানের মতো বড় দলকে আমরা হারালাম। তরুণরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। কোচও খুব ভাল খেলছে। দলগতভাবে আমাদের টিম খুব ভাল খেলছে।

প্রেস ক্লাব কলকাতার ৮১তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে প্রাক্তন ভারতীয় একাদশ ৩-২ গোলে প্রেস ক্লাবকে হারায়। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন দীপেন্দু বিশ্বাস, আবিদ হোসেন ও সঞ্জয় মাঝি। প্রেস ক্লাবের দুই গোলদাতা কিংশুক প্রামাণিক ও সুমন্ত সাহা।

আবেদন সঞ্জয় ও খালিদের

ভারতের কোচ হতে আগ্রহী ফাওলারও

প্রতিবেদন : মানোলো মার্কুয়েজকে বিদায় জানানোর পর সুনীল ছেত্রী, মনবীর সিংদের নতুন হেডস্যার কে হবেন, তা নিয়ে এআইএফএফ এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও জানা গিয়েছে, ভারতীয় দলের কোচ হতে চেয়ে আবেদন করেছেন ১৭০ জন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম প্রাক্তন লিভারপুল তারকা রবি ফাওলার এবং হ্যারি কিওয়েল। এর আগে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলকে কোচিং করিয়েছেন ফাওলার। ভারতীয় ফুটবল নিয়ে ধারণা থাকা লিভারপুল কিংবদন্তি আগ্রহী এবার সুনীলদের দায়িত্ব নিতে।

এর আগে দু'বার ভারতীয় দলকে কোচিং করানো ব্রিটিং কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনও আবেদন করেছেন। তিনি ভারতে ফিরতে চান। আবেদন করেছেন আইএসএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল দুই কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ও সার্জিও লোবেরা। মহামেডানের প্রাক্তন কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ এবং পাঞ্জাব এফসি-কে আই লিগ দেওয়া স্টাইকোস ভার্জেটিসও আবেদন করেছেন। দেশীয় কোচেদের মধ্যে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সঞ্জয় সেন, খালিদ জামিল ও সন্তোষ কাশ্যপ। ভারতীয় কোচেদের মধ্যে খালিদই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এছাড়া তালিকায় রয়েছেন ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের কোচ কাইও জানারদি, বার্সেলোনার রিজার্ভ দলের ম্যানেজার জর্দি ভিনিয়ালস।

দু'টি মরশুম বিদর্ভের হয়ে খেলার পর এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্নাটকের হয়ে খেলবেন করুণ নায়ার

সবুজ ম্যাঞ্চেস্টারে ভেসে থাকার লড়াই

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : '৭১-এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর সেরে অজিত ওয়াদেকারের ভারত ইংল্যান্ডে এসেছে। চার টেস্টে ৭৭৪ রান করে আসা সুনীল গাভাসকরকে সবাই দেখতে চায়।

কিন্তু যাকে সবাই দেখতে চায়, সেই তিনি ম্যাঞ্চেস্টারের পিচ দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। পিচ আর আউটফিল্ড আলাদা করা যাচ্ছে না! পুরোনো এক সাক্ষাৎকারে সানি বলেছিলেন, হাড়-হিম-করা ঠান্ডা। আমি আবার ব্যাট করার সময় সোয়েটার পরতাম না। সংস্কার। পাতলা জামা আর সামনে ভয়ঙ্কর গতির জন প্রাইস। যার থেকে বেশি জোরে বল করতে দেখেছি শুধু জেফ টমসন আর মাইকেল হোল্ডিংকে। ওরকম পরিস্থিতিতে ম্যাঞ্চেস্টারে সানি তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা ইনিংস খেলেছিলেন। এটা তাঁর নিজের দাবি। ১৮১ বলে ৫৭।

আর একটা ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্টের সামনে ভারত। আর ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মানেই সবুজ পিচ, মেঘলা আকাশ। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। গত ক'দিন এখানে ভাল বৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয়রা প্র্যাকটিসের সময় দেখেন জায়গায়-জায়গায় নরম মাটি। হাওয়া অফিসের খবর একমাত্র তৃতীয় দিন বৃষ্টি ছাড়া খেলা হতে পারে। বাকি চার দিন কিছু না কিছু বৃষ্টি হবেই। এই এক রিপোর্ট ভারতীয় ড্রেসিংরুমের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেহেতু তারা ১-২ পিছিয়ে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে এখানে জসপ্রীত বুমরাকে খেলানো হচ্ছে। বৃষ্টি হলে সব মাটি।

মাইক আথারটন বলেছিলেন আর একটা পাটা পিচ দেখব। কিন্তু সবুজের সামারোহতে সেটা ভুল প্রমাণ হয়েছে। তাহলে কি ভারতীয় দলের পেস ব্রিগেডে চোট সংক্রমণ হতেই ইংল্যান্ড প্ল্যান বি-তে চলে গিয়েছে? সত্যি যাই হোক, এতে কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনায় ঈষৎ জল পড়েছে। ভারত কিছুতেই আর তিন স্পিনারে যাবে না। জাদেজা নিশ্চিত। সঙ্গী হিসাবে ওয়াশিংটন সুন্দর এগিয়ে আছেন ব্যাটের জন্য। লোয়ার অর্ডারে রান চাইছেন গম্ভীর। সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটন এগিয়ে থাকবেন। কিন্তু সিরিজে পিছিয়ে থাকা ভারতকে ঝুঁকি নিতে হবে। কুড়ি উইকেটও নিতে হবে। কুলদীপ এই কাজটার জন্য মানানসই। প্রাক্তনদের অনেকেই তাঁকে চাইছেন।

বুমরা-সিরাজের সঙ্গে তৃতীয় সিমার নিয়েও একটা খটকা রয়েছে। সেটা কুঁচকিতে চোট পাওয়া আকাশ দীপের জন্য। তিনি এই টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁকে নেটে নামিয়ে মর্নি মর্কেল অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। অর্শদীপ থাকলেও হত। কিন্তু তিনি হাতে চোট পেয়েছেন। সেলাই পড়েছে। পঞ্চম টেস্টের আগে মাঠে নামতে পারবেন না। অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি কাজ চালাতে পারতেন। তিনিও চোটে সিরিজের বাইরে। অথচ এখানে তিন সিমার ছাড়া খেলা সম্ভব নয়। ফলে আবার সেই প্রসিধ কিংবা আনকোরা অংশুল কম্বোজ। নেটে হরিয়ানার তরুণ গম্ভীরদের প্রশংসা পেয়েছেন। তবে হাওয়ায় শার্দূল ঠাকুরও ভাসছেন। সেটা তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য।

ঋষভ পন্থ কিপিং শুরু করেছেন। এটা খুব ভাল খবর ভারতের জন্য। এতে ধ্রুব জুরেলের খেলার সম্ভাবনায় জল পড়েছে। কিন্তু নীতীশের জায়গা নেবেন কে? হতে পারে তিনে সাই সুদর্শন ফিরবেন। করুণ নায়ার ছয়ে নেমে যাবেন। তাহলে জাদেজা সাতে আসবেন। সিরিজে যেহেতু পিছিয়ে আছেন, শুভমনরা খুব বেশি অদল বদলে যাবেন না। ইংল্যান্ড আবার আগেই দল ঘোষণা করে দিয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই লিয়াম ডসন খেলবেন শোয়েব বশিরের জায়গায়। ফলে গাস অ্যাটকিনসনের জায়গা হল না। তাঁকে লর্ডসেও বসিয়ে রেখেছিল দল।

কোচ গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক আগারকরের সঙ্গে গিল। মঙ্গলবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।

বিশ্বজয়ী মনোবিদ আনলেন ম্যাকালাম

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ টেস্ট সিরিজ চলছে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। উত্তেজক সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজ জিততে নিউজিল্যান্ডের অল ব্ল্যাকসের হয়ে জোড়া রাগবি বিশ্বকাপজয়ী মনস্তত্ত্ববিদ স্তত্ব বিশেষজ্ঞ গিলবার্ট এনোকাকে কোচিং স্টাফে এনেছে ইসিবি। ইংল্যান্ড দলে ক্রমশ কিউয়ি প্রভাব বাড়ছে। হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের পরামর্শেই ইসিবি গিলবার্টকে নিয়োগ করেছে। অধিনায়ক বেন স্টোকস জন্মগতভাবে কিউয়ি। কোচ ম্যাকালামের সঙ্গে এবার ইংলিশ ড্রেসিংরুমে গিলবার্ট।

ম্যাকালামের বন্ধু গিলবার্ট নিউজিল্যান্ডের রাগবি দলের সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় স্পোর্টস টিমকেও মেন্টাল স্কিল সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েছেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিমের সঙ্গে কাজ করেছেন গিলবার্ট। তার আগে কিউয়িদের জাতীয় নেটবল টিমের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ হিসেবে। এরপর জাতীয় রাগবি টিম অল ব্ল্যাকসের সঙ্গে কাজ করেছেন টানা ১৫ বছর। জিতেছেন দু'টি বিশ্বকাপ।

এনোকার বড় গুণ হল, টিমের মধ্যে সংহতি নষ্ট করছে এমন কাউকে যখন ম্যানেজমেন্ট ধরতে পারে না, তখন তাঁকে চিহ্নিত করে দলে ঐক্য বাড়াতে পারেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ সিরিজের শেষ দু'টি টেস্টে যাতে দলের সংহতি অটুট থাকে, চাপের মুখে স্টোকস, হ্যারি ব্রুকরা যাতে ভেঙে না পড়েন, তা নিশ্চিত করতেই এনোকাকে কোচিং স্টাফে নিয়ে এসেছেন ম্যাকা

ওরা আগ্রাসন দেখালে চুপ থাকব না: স্টোকস

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের খবর, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের পাঁচদিনেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশেই হবে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। যদিও ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে দুই প্রতিপক্ষ শিবিরের আবহাওয়া রীতিমতো উত্তপ্ত!

লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনে জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেটের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উত্তপ্ত বাদানুবাদের পর, ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, অনেক হয়েছে। এবার ওদের পাল্টা জবাব দিতে হবে। মাঠে আগ্রাসন দেখাতে হবে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোচের সুরেই সুর মেলালেন বেন স্টোকসও। ইংল্যান্ড অধিনায়কের আগাম হুঙ্কার, দুর্দান্ত একটা সিরিজ হচ্ছে। তিনটে টেস্টেরই নিষ্পত্তি হয়েছে পাঁচদিনে। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা তো থাকবেই। লর্ডসে আমরা কিন্তু স্লেজিং শুরু করিনি। এই টেস্টেও তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামব না। তবে আমাদের প্রতিপক্ষ যদি আগ্রাসন দেখায়, তাহলে চুপ করে বসে থাকব না।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে স্টোকস ও ডসন।

লর্ডসে জিতে সিরিজে আপাতত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। স্টোকস বলছেন, দারুণ একটা জয়ের পর চমৎকার একটা বিশ্রাম পেয়েছি। দুটো দিন তো বিছানা ছেড়েই উঠিনি। ফলে শারীরিক ও মানসিক ভাবে তরতাজা হয়েই ম্যাঞ্চেস্টারে খেলতে নামব। আশা করি, লর্ডসের ছন্দ এখানেও ধরে রাখতে পারব। এদিকে, আট বছর পর ফের টেস্ট ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন লিয়াম ডসন। আহত শোয়েব বশিরের জায়গায় তিনি খেলবেন। স্টোকস বলছেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে ডসন ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেছে বলেই দলে ফিরেছে। অনেকদিন পর টেস্ট খেলবে, একটু চাপে থাকবে ঠিকই। তবে অভিজ্ঞতা দিয়ে এই চাপ সামলানোর ক্ষমতা ডসনের রয়েছে।

পন্থই কিপিং করবে: গিল

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে দেখা যাবে ঋষভ পন্থকে। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন শুভমন গিল। প্রথম এগারো নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেও, ভারত অধিনায়ক এদিন ইঙ্গিত দিয়েছেন, ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট অভিষেক হতে পারে তরুণ পেসার অংশুল কম্বোজের।

আঙুলের চোটের জন্য লর্ডসে অধিকাংশ সময়ই কিপিং করেননি পন্থ। এই টেস্টে তাঁর কিপিং করা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। মঙ্গলবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে শুভমন বলেন, ঋষভই কিপিং করবে। ও পুরোপুরি ফিট। তবে কুঁচকির চোটে আকাশ দীপকে এই টেস্টে পাওয়া যাবে না। অর্শদীপেরও আঙুলের চোট সারেনি। তবে আমাদের হাতে বিকল্প রয়েছে। যারা বিপক্ষের ২০ উইকেট তোলার ক্ষমতা রাখে। সিরিজের মাঝে দলের বোলিং আক্রমণে পরিবর্তন করাটা আদর্শ পরিস্থিতি নয়। তবে আমরা এমন পরিস্থিতির জন্য আমরা তৈরি ছিলাম।

এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় পেসার হিসাবে লড়াইটা যে প্রসিধ কৃষ্ণ ও কম্বোজের মধ্যে, সেটা গোপন করেননি শুভমন। তাঁর বক্তব্য, প্রসিধ না কম্বোজ কে খেলবে, সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কাল সকালে। তবে কম্বোজ টেস্ট অভিষেকের খুব কাছাকাছি রয়েছে। ওর দক্ষতার উপর টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, ও ম্যাচ জেতাতে পারে। একই সঙ্গে করুণ নায়ারের উপরেও আস্থা রাখছেন শুভমন। তিনি বলছেন, করুণের ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ও ভালই ব্যাট করছে। প্রথম টেস্টে ও তিন নম্বরে খেলেনি। পরের দুটো টেস্টে এই পজিশনে খেলেছে। একটা হাফ সেঞ্চুরি পেলেই আত্মবিশ্বাস পেয়ে যাবে।

এদিকে, চলতি সিরিজে উত্তপ্ত পরিবেশের জন্য ভারতকে দায়ী করেছে ইংল্যান্ড শিবির। শুভমন যদিও বলছেন, এটা নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। তবে লর্ডসে ইংল্যান্ডের দুই ওপেনারের সময় নষ্টের ট্যাকটিক্স ক্রিকেটীয় স্পিরিট ছিল না। ক্রলি ও ডাকেট ক্রিজে এসেছিল নির্ধারিত সময়ের ৯০ সেকেন্ড পার করে। এর পর বুমরার ওভার চলাকালীনও সময় নষ্ট করছিল। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। তবে হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমাদের যাবতীয় ফোকাস এই টেস্টে। ম্যাঞ্চেস্টারে জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোই লক্ষ্য।

ক্রিকেটীয় স্পিরিট ভেঙেছিল ইংল্যান্ড

সাংবাদিক বৈঠকে গিল। (ডানদিকে) প্রস্তুতি পন্থের।